পবিত্র কাবার চাবিরক্ষক সালেহ আল শাইবা আর নেই

সারে-জমিন

পঞ্চায়েত প্রধানের উপস্থিতিতে পুকুর ভরাট!

রূপসী বাংলা

এবার হজে কেন এত বেশি হাজির মৃত্যু হয়েছে

সম্পাদকীয়

মধ্যযুগে জ্ঞানচর্চার গুপ্ত সংগঠন ইখওয়ান-আস সাফা

রবি-আসর

বাংলাদেশকে হারিয়ে কার্যত বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ভারত

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
২৩ জুন, ২০২৪
৯ আষাঢ় ১৪৩১
১৬ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 168 ■ Daily APONZONE ■ 23 June 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

কামাল মওলা মসজিদে মূর্তি পাওয়ার দাবি!

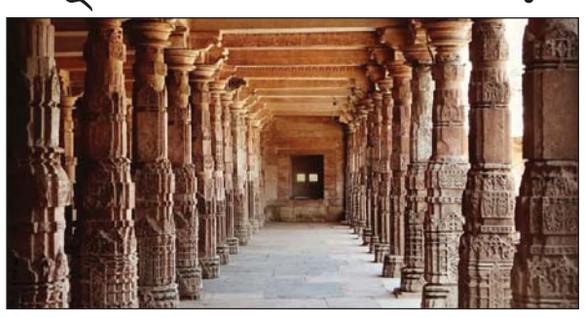

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রদেশের ধরের ভোজশালা-কামাল মওলা মসজিদ কমপ্লেক্সে আদালতের নির্দেশিত বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার সময় সনাতন ধর্ম সম্পর্কিত মূর্তিগুলি পাওয়া গেছে বলে দাবি করেছেন এক হিন্দু নেতা।

১১ মার্চ মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াকে (এএসআই) ভোজশালা কমপ্লেক্সের 'বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা' চালানোর নির্দেশ দেয়, এটি মধ্যযুগের একটি স্মৃতিস্তম্ভ যা হিন্দুরা দেবী বাগদেবীর (সরস্বতী) মন্দির বলে বিশ্বাস করে এবং মুসলিম সম্প্রদায় কামাল মওলা মসজিদ বলে।

শনিবার ছিল জরিপের ৯৩তম দিন।তিন দিন আগে যেখানে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল, সেখানেই সমীক্ষার সময় পাথরের তৈরি একটি বাসুকি নাগ পাওয়া যায়। কমপ্লেক্সের উত্তর-পূর্ব অংশে একই জায়গায় ভগবান শঙ্করের (মহাদেব) মূর্তি এবং একটি কলশ সহ সনাতন ধর্মের সাথে সম্পর্কিত মোট নয়টি দেহাবশেষ পাওয়া গেছে।

ভোজশালা মুক্তি যজ্ঞের আহ্বায়ক গোপাল শর্মা বলেন, এএসআই সেগুলি সংরক্ষণ করেছে।

তবে কামাল মাওলা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি আব্দুল সামাদ জানান, প্রতিমা ও পাথরের জিনিসপত্র আসছে উত্তর পাশে নির্মিত ঝুপড়ি ধরনের স্থাপনা থেকে, যেখানে পুরাতন ভবনের কিছু অংশ রাখা হয়েছে এবং তা অপসারণের কাজ চলছে।

সামাদ বলেন, 'এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। "আমাদের একটা প্রশ্ন আছে, কুঁড়েঘর যখন তৈরি হয়েছিল, ফেলে দেওয়া জিনিসপত্র কোথা থেকে আনা হয়েছিল? এর থেকে বেরিয়ে আসা উপাদানগুলি সমীক্ষায় যুক্ত করা উচিত নয়। এটা আমাদের পুরনো আপত্তি যে, পরে যা ঘটেছে তা যেন জরিপে অন্তর্ভুক্ত না হয়।

২০০৩ সালের ৭ এপ্রিল এএসআইয়ের একটি ব্যবস্থাপনায় হিন্দুরা মঙ্গলবার ভোজশালা প্রাঙ্গণে পূজা করেন এবং মুসলমানরা শুক্রবার কমপ্লেক্সে নামাজ পড়েন।

নিট-পিজি স্থগিত, সরানো হল এনটিএ প্রধান সুবোধ কুমারকে

আপনজন ডেস্ক: নিট-ইউজিতে অনিয়ম এবং ইউজিসি-নেট এবং সিএসআইআর-ইউজিসি-নেট পরীক্ষা বাতিল ও স্থগিত করার বিষয়ে সরকারের উপর ক্রমবর্ধমান চাপের মধ্যে কেন্দ্র রবিবার ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) প্রধান সুবোধ কুমার সিংকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কর্নাটক ক্যাডারের অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অফিসার প্রদীপ সিং করোলাকে। পাশাপাশি, প্রশ্নপত্র ফাঁস ও অনিয়মের সাম্প্রতিক পর্বের কারণ দেখিয়ে জাতীয় পরীক্ষা বোর্ড দ্বারা পরিচালিত নিট-পিজি প্রবেশিকা পরীক্ষাও বাতিল করেছে কেন্দ্র। সরকারি বা বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে স্নাতকোত্তর মেডিক্যাল কোর্সের প্রবেশিকা পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল রবিবার।

ক্যাবিনেটের নিয়োগ কমিটি একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, তারা সিং-এর পরিষেবা স্থগিত রাখছে। শিক্ষা মন্ত্রকের ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির ডিরেক্টর জেনারেল শ্রী সুবোধ কুমার সিং, আইএএস (সিজি:৯৭)-এর পরিষেবা কর্মীবর্গ ও প্রশিক্ষণ বিভাগে বাধ্যতামূলক অপেক্ষার উপর রাখা হয়েছে। তার জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হয় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সম্পাদক প্রদীপ সিং খারোলাকে। করোলা এর আগে কেন্দ্রীয় বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রকের সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পিটিআইকে বলেছেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে সিবিআইয়ের "শীর্ষ নেতৃত্ব" স্ক্যানারে রয়েছে। তিনি আরও বলেন, সিএসআইআর-ইউজিসি-নেটে কোনও ফাঁস হয়নি।

সিএসআইআর-ইউজিসি নেটে কোনও লিক হয়নি, লজিস্টিক সমস্যার কারণে তা স্থগিত করা হয়েছে। আগামিকাল ১,৫৬৩ জন নিট পরীক্ষার্থীরও পুনঃপরীক্ষা রয়েছে। সর্বত্র সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পরিচালনার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রকের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, সাম্প্রতিক অনিয়মের কথা মাথায় রেখেই নিট-পিজি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। কিছু প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সততা সম্পর্কিত অভিযোগের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি বিবেচনা করে, স্বাস্থ্য মন্ত্রক মেডিকেল শিক্ষার্থীদের জন্য জাতীয় পরীক্ষা বোর্ড দ্বারা পরিচালিত এনইইটি-পিজি প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রক্রিয়াগুলির দৃঢ়তার পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই অনুযায়ী সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে ২৩ জুন অনুষ্ঠিত নিট-পিজি প্রবেশিকা পরীক্ষা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই পরীক্ষার নতুন তারিখ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জানানো হবে। শিক্ষার্থীদের অসুবিধার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছে। পড়ুয়াদের স্বার্থে এবং পরীক্ষা প্রক্রিয়ার পবিত্রতা বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

স্বাগত আল্লাহর ঘরের মেহমানরা

আপনজন: এ বছর হাজিদের নিয়ে প্রথম উড়ান কলকাতায় অবতরণ করে শনিবার। তাদেরকে কলকাতা বিমানবন্দরে স্বাগত জানাতে হাজির ছিলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিব পি বি সালিম, বিশেষ কমিশনার শাকিল আহমেদ, মুহাম্মদ নকি প্রমুখ।

মমতা ছাড়াই তিস্তার জলবণ্টন নিয়ে মোদির আশ্বাস হাসিনাকে

আপনজন ডেস্ক: কেন্দ্রে নতুন সরকার গঠনের পর এই প্রথম বিদেশি অতিথি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে আনুষ্ঠানিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠকের পর দুই দেশের মধ্যে ৭টি নতুন এবং পুরনো ৩টি নবায়নসহ ১০টি সমঝোতা স্মারক সই হয়। এ সময় কথা হয় তিস্তার জলবণ্টন চুক্তি নিয়েও।মোদি আশ্বস্ত করে জানান, তিস্তার জল বণ্টন নিয়ে আলোচনা করতে দ্রুতই ভারতের একটি কারিগরি দল বাংলাদেশ সফর করবে। তবে, তিস্তার জল বণ্টন নিয়ে ভারতের তরফে

প্রধানমন্ত্রী নেরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হাসিনার বৈঠক পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াই অনুষ্ঠিত হয়। যদিও এর আগে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিস্তার জল-বন্টন সূত্রের বিরোধিতা করেছিলেন।

শনিবার বেলা ১২ টার কিছু আগে হায়দরাবাদ হাউসে পৌঁছালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিবাদন জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ফটোসেশনের পর হায়দরাবাদ হাউসের নিলগিরি বৈঠক কক্ষে একান্ত বৈঠকে বসেন নরেন্দ্র মোদি ও শেখ হাসিনা। আনুষ্ঠানিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের আগে নিজেদের মধ্যে একান্তে কথা বলেন দুই সরকার প্রধান। বৈঠক শেষে শেখ হাসিনা বলেন, আমরা রাজনীতি ও নিরাপত্তা, বাণিজ্য ও যোগাযোগ, অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি এবং আঞ্চলিক ও বহুপক্ষীয় পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি।

হার্ট ও ব্রেনের চিকিৎসা সহ সমস্ত রোগের সুচিকিৎসার ঠিকানা

ASHSHEEFA HOSPITAL

আশ শিফা হসপিটাল

সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা

প্রান্তিক জেলায় স্বল্পমূল্যে ICCU এবং ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল

GNM
(3 Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত
HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

ডিরেক্টর
ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card

9123721642/9836001515

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণযোগ্য

প্রথম নজর

হাওড়া ব্রিজে আত্মহত্যার চেষ্টা রুখে দিল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়া ব্রীজে ফুটপাথের রেলিং টপকে গঙ্গায় ঝাঁপ মারার চেষ্টা করে এক যুবক।কর্তব্যরত কলকাতা পুলিশ কর্মীরা তাকে আটকে দেয়।দড়ি দিয়ে হাত পা বেঁধে দেয়। যাতে সে ঝাঁপ না মারতে পারে।ব্রিজের ছয় নম্বর পিলারের কাছে ঘটনাটি ঘটে।মানসিক ভারসাম্য হীন বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছে পুলিশ।তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।পরিচয় জানার চেষ্টা হচ্ছে। ব্যস্ত হাওড়া ব্রিজে গঙ্গাবক্ষে দু'পাশের রেলিং উঁচু করে তারকাটা দিয়ে ঘিরে দেওয়ার পরেও কি করে ওই ভারসাম্যহীন যুবক তা টপকে গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। দমকলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তাদের কাছে খবর আসে হাওড়া বীজের ৫ ও ৬ নম্বর পিলারের মাঝে এক যুবককে পুলিশ আটকে রেখেছে। সে গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়ার চেষ্টা করছিল। এরপর দমকল কর্মীরা এসে রেলিং টপকে ওই যুবককে উদ্ধার করে পুলিশের প্রিজন ভ্যানে তুলে দেয়। পুলিশ ওই যুবককে মানসিক হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে। এই ঘটনায় ব্যস্ত হাওড়া ব্রিজে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। পুলিশ এসে পথ চলতি মানুষদের ভিড় সেখান থেকে হটিয়ে দেয়।

কাঞ্চনজঙ্ঘায় আহত যুবককে দেখতে গেলেন সাংসদ

আসিফা লস্কর ● পাথরপ্রতিমা

আপনজন: গত কয়েকদিন আগে ভয়াবহাও কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার কবলে পড়ে, মারা যায় বেশ কয়েকজন আহত হয় বহু। কিন্তু সেই আহতদের মধ্যেই পাথরপ্রতিমা ব্লকের ব্রজ বল্লভ পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবিন্দপুর ২৪ বছরের যুবক সান্তনু ভুঁইয়া আহত হয়। রেল দপ্তর এবং প্রশাসনিক সহযোগিতায় আজ সকালে যুবক বাড়িতে পৌঁছায়। এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত সাংসদ বাপি হালদার এবং পাথর প্রতিমা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সমীর কুমার জানা সন্ধ্যায় তার বাড়িতে পৌঁছন এবং সব রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।

পঞ্চায়েত প্রধানের উপস্থিতিতে পুকুর ভরাটের অভিযোগ

রঙ্গিলা খাতুন ● সালার

আপনজন: মুর্শিদাবাদের সালারে তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী তথা মালিহাটি কান্দরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি এর বিরুদ্ধে সরকারি খাসের জায়গা প্রকাশ্যেই ভরাট করে জবর দখলের লিখিত অভিযোগ বি এল আরো অফিসে ..।সালার ব্লকের মালিহাটি কান্দরা গ্রাম পঞ্চায়েতের রায়গ্রাম মোরে থাকা প্রায় সাড়ে চার বিঘা জায়গা তে চলছে এই জবরদখলী কারবার যা প্রশাসনকে জানিও কোন সুরাহা মিলছে না বলে দাবি অভিযোগ কারীদের যদিও খাসের ওই জায়গা অবৈধ দখলদারদের হাত থেকে নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সেখানে একটি বিনোদনমূলক পার্ক করা হবে বলে দাবি করেছেন তৃণমূল প্রধানের স্বামী । পাশাপাশি তারও দাবি এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি ও উন্নয়নমূলক কাজে বাধা প্রদানের উদ্দেশ্যেই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে এবং তাকে কালিমালিপ্ত করার জন্য তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছে তার দলের কিছু কর্মীরা যাতে এই কাজটি বন্ধ হয়ে যায় বলে জানিয়েছেন মালিহাটি কান্দরা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী তথা ওই অঞ্চলের তৃণমূল সভাপতি।

ভূতনির চরে ভাঙন রোধের কাজ নিম্নমানের হওয়ায় বিক্ষোভ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদার ভূতনির চরে গঙ্গা ভাঙন রোধের কাজ নিম্নমানের হওয়ায় বিক্ষোভ এলাকাবাসীদের। মানিকচক ব্লকের ভুতনি চড়ের কেশবপুর কলোনি এবং কশিঘাট এলাকায় ব্যাপক গঙ্গা নদীতে ভাঙন শুরু হয়েছে গত তিনদিন আগে থেকে। ভাঙন রোধের কাজ শুরু হলেও কাজ অতি নিম্নমানের বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। নদী ভাঙনের তীব্রতাই নদী গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে নদী তীরবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা।গঙ্গা নদী থেকে মূল বাঁধের দূরত্ব অনেকটাই কমেছে।গঙ্গা নদীতে জল বাড়াই এই ভাঙন বলে জানা গেছে। নদী ভাঙনের এমন পরিস্থিতি নিয়ে বেজায় ক্ষুব্ধ নদী তীরবর্তী বাসিন্দারা। প্রশাসন সহ জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধেও ক্ষুব্ধ রয়েছেন স্থানীয়রা। ভাঙন আটকাতে দ্রুত কোন স্থায়ী পদক্ষেপ না নিলে গোটা ভূতনি আগামী দিনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এমনটা ও আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। আজ রীতিমতো এলাকার সাধারণ মানুষরা গঙ্গা পারে এসে বিক্ষোভ দেখায় নিম্নমানের কাজের বিরুদ্ধে। অভিযোগ প্রতিবছর নিম্নমানের কাজ করে চলে যায় ঠিকাদার ফলে গঙ্গা ভাঙন কোনভাবেই রোধ করা সম্ভব হয় না। তাই স্থায়ীভাবে কাজের দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা। প্রতিবছর কাজের নামে শুধুমাত্র হরি লুট চলছে। মাটির বস্তার কাজও রয়েছে দুর্নীতি। এইভাবে কোন কোনভাবেই গঙ্গা ভাঙন আটকানো সম্ভব নয়। আরো অভিযোগ করেন গতবছর ১০০ মিটার বাধ নদী গর্ভে চলে গেছে এ বছরও ইতিমধ্যেই ১০০ মিটার বাধ নদী গর্ভে চলে গেছে শুরুতেই ফলে আগামী দিনে ভবিষ্যৎ কি রয়েছে প্রশ্ন রেখেছেন স্থানীয়রা। ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা প্রশাসনের দারস্ত হওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। প্রশাসন ব্যবস্থা না নিলে আন্দোলনের পথ বেছে নেবেন বলে জানান। রাতের পর রাত আতঙ্কে কাটাচ্ছেন কালুটোন টোলা ও কেশবপুরের বাসিন্দারা। স্থানীয় গৃহবধূ গোলিয়া মাহাতো বলেন, ছোটছোট বাচ্চাদের নিয়ে ভয়ের মধ্যে দিনরাত কাটাচ্ছি।গঙ্গা নদী বর্তমানে শান্ত। বাড়ির সামনেই বাঁধ ভাঙা অবস্থায় রয়েছে গঙ্গা নদীর জল বাড়লেই বন্যায় ভাসব আমরা।

সাংসদ খলিলুর রহমানকে সংবর্ধনা প্রদান নবগ্রাম ও সাগরদিঘিতে

আসিফ রনি ● নবগ্রাম
সারিউল ইসলাম ● সাগরদিঘি

আপনজন: জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে পুনঃনির্বাচিত সাংসদ খলিলুর রহমানকে নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আনুষ্ঠানিক ভাবে দেওয়া হল সংবর্ধনা। দ্বিতীয়বার সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হলেন তিনি। এদিন নবগ্রামের প্রত্যেকটি অঞ্চল, শাখা সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন সহ বিভিন্ন ব্যক্তিত্বদের পক্ষ থেকে দেওয়া হয় সংবর্ধনা। খলিলুর রহমান বলেন আজকের সম্মানের প্রাপ্যটুকু সাধারণ মানুষের তারা আমাকে নির্বাচিত করেছেন। এখন আমাদের টার্গেট সামনের বিধানসভা নির্বাচন। নবগ্রাম থেকে পঞ্চাশ হাজার লিড দিবে তৃণমূল কংগ্রেস।

ব্লক তৃণমূল সভাপতি এনায়েতুল্লা জানান খলিল সাহেব মানবিক সাংসদ। নবগ্রামের জন্য প্রচুর কাজ করেছেন এবং আগামীতে আরও কাজ করবেন। বিধায়ক কানাই চন্দ্র মন্ডল তীব্রভাবে আক্রমণ করেন বিজেপি সরকারকে। তিনি বলেন রাম মন্দিরের জুজু দেখিয়েও লাভবান হতে পারেনি বিজেপির। এ সরকার বেশিদিন টিকবে না। উপস্থিত ছিলেন নবগ্রামের বিধায়ক কানাই চন্দ্র মন্ডল, নবগ্রাম ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মোঃ এনায়েতুল্লা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনদিকে, সাংসদ খলিলুর রহমানকে সাগরদিঘী বিধানসভার কাবিলপুর অঞ্চলে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সাগরদিঘী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মসিউর রহমান, সমাজসেবী মরজেম হোসেন, আরিফ হোসেন সহ অন্যান্যরা।

২৫ বছর পর কলকাতার জলের প্ল্যানিং এখন করা হচ্ছে: ফিরহাদ

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: ২৫ বছর পরে যে জল লাগবে সেই নিয়ে প্ল্যানিং করছি আমরা। এর আগে তখনকার অনুযায়ী করা হয়েছিল । তাই ৬৭ নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের বুস্টার পাম্পিং স্টেশন বসাতে হয়েছে। বড় বড় আবাসন হয়েছে। তাই জলের অপ্রতুলতা কমছে। বিশেষ করে কলকাতা পুরসভার অ্যাডেড এরিয়াতে এই সমস্যাটা বাড়ছে। শনিবার কলকাতা পুরসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জল সমস্যা নিয়ে এই মন্তব্য করেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি আগুন লাগা প্রসঙ্গে বলেন,গাস্টিন প্লেসে আগুন।
সন্তোষ পাঠকের ওয়ার্ড। দমকল বিভাগ দেখছে। কেন এটা হল। যদি কোন বেআইনি ব্যবস্থা থাকে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুরনো বিল্ডিং এ এভাবেই ম্যাজিনাইন ফ্লোর থাকে।কারো কাছে কোন খবর থাকে না।
এক্রোপলিস মলের আগুন প্রসঙ্গে মেয়র বলেন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুর কথা হয়েছে। ওরা পরিদর্শন করছে। অফিস গুলোর দিকটা যদি খুলে দেওয়া যায় সেটা দেখা হচ্ছে। অনেকগুলো কোম্পানি বন্ধ হয়ে আছে। এটা অনুরোধ করেছে। ওরা টেকনিক্যাল বিষয় দেখে সিইএসসিকে পাওয়ার দিতে নির্দেশ দেবে।ঝালদা ও তাহেরপুর বাদ। সোমবারের যে মিটিং হচ্ছে সেটাতে হয়তো তাদের প্রয়োজন নেই। তারা ভাল কাজ করছে। তাই তাদেরকে আর ডাকা হয়নি। এটা পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তর থেকে ডাকা হয়নি। এটা নবান্ন থেকে ডাকা হয়েছে। বিভিন্ন পৌরসভার বৈঠক নিয়ে শনিবার এই মন্তব্য করেন মেয়র । তাঁর মতে নিশ্চয় ই কোন কারণ রয়েছে যে বিষয়ে এদের প্রয়োজন নেই।নেট দুর্নীতি প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, ওটা তো ব্রাত্য বসু বলবেন।
দুই কাউন্সিলরকে শোকজ প্রসঙ্গে মেয়র বলেন ওটাঅরূপ বিশ্বাস মিটিয়ে দিয়েছেন। পুরনো বাড়ি পরান যায় যাক সম্পত্তি নয়। আমরা নিয়ম করে দিয়েছি পজিশন সার্টিফিকেট দিয়ে তারপর ডেভেলপ করার জন্য। যাতে কারো কোন অসুবিধা না হয়। তবু অনেকে ছাড়তে চাইছে না। বর্ষা র আগে উত্তর কলকাতার জন্য বেশ কয়েকটি স্কুল দেখা হয়েছে যাতে বিপদজনক বাড়ি থেকে ভারী বর্ষা হলে প্রয়োজনে এসে থাকতে পারে। দিনহাটাতে ৫০ শতাংশ মানুষ আমাদেরকে ভোট দিয়েছেন কিন্তু ৫০ শতাংশ মানুষ কে আরো আমাদের কাছে আনতে হবে উদয়ন গুহ কি বলেছেন আমি জানিনা ।আমি গণতন্ত্রের কথা বলছি। আমরা চাই মানুষের মন জয় করতে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের মন জয় করেছেন বলে তিনবারের জন্য মানুষ নিয়ে এসেছেন। এবারে ও মানুষ উজার করে দিয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পেরেছেন। অধীর বাবু পারেননি, শুভেন্দু পারেননি । শুধু হুংকার দিয়েছেন আর ইডি সিবিআই দেখিয়ে ভয় দেখিয়েছেন।
ইউজিসি নেট দুর্নীতি প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ও নাম জড়িয়েছে। বিহারের ডেপুটি চিপ মিনিস্টারের নাম জড়িয়েছে। তদন্ত করলে বের হবে কে জড়িয়েছে। সেটা আমি জানিনা। কে আছে না আছে ব্যাপারটা জানি না। কিন্তু এটা ঠিক যে কেন্দ্রীয়ভাবে সব ধরে না রেখে রাজ্যকে দিয়ে দেওয়া উচিত।
রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের বেশি সুযোগ পাওয়া উচিত। তাতে প্রতিটি রাজ্যের উপকার হবে এবং কোরাপশন টাও বন্ধ হয়ে যাবে । স্টেট ওয়াইস করা হোক। এটাই আমরা চাই।অনেক আসন ফাঁকা হয়ে থাকে। কারণ কেউ দিল্লিতে পেল। সেখানে বাড়ি থেকে দূরত্ব তাই যেতে চায়না। অনেকে সিটের জন্য বসে থাকে । কিন্তু যায় না।

অশোকনগরে ছেলেধরা সন্দেহে গণপিটুনির ঘটনায় ১৫ জন গ্রেফতার

এম মেহেদী সানি ● অশোকনগর

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অশোকনগর থানার ভুরকুন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের পুমলিয়া এলাকায় এক মহিলাকে বাচ্চা চোর সন্দেহে স্থানীয় গ্রামবাসীরা মারধর করে, সেই ঘটনায় ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করল অশোকনগর থানার পুলিশ । ছেলেধরা সন্দেহের বসে মহিলাকে বেধড়ক মারধর করার ঘটনায় শুক্রবার রাতে ১৫ জনকে গ্রেফতার করে অশোকনগর থানার পুলিশ। পাশাপাশি অশোকনগর পুলিশের পক্ষ থেকে সচেতনতা প্রচার করা হচ্ছে । ধৃতদের পুলিশের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রজু করে শনিবার বারাসাত আদালতে পেশ করা হয়।
জানা গিয়েছে, আক্রান্ত মহিলার নাম রজনী খাতুন (২৮) বাড়ি ডায়মন্ড হারবার এলাকায় । সাইকেল নিয়ে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ান তিনি । এ দিন বিকেলে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সে । সে সময় এলাকার বাসিন্দাদের সন্দেহ হয় এবং মারধর শুরু করে । কয়েক হাজার মানুষ ঘিরে ধরে এই মহিলাকে । খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় অশোকনগর থানার পুলিশ । কিন্তু উন্মত্ত জনতার হাত থেকে এই মহিলাকে কিছুতেই উদ্ধার করে নিয়ে আসা সম্ভব হচ্ছিল না । মানিক মুখার্জী নামে একজন এসআই জনতার হাতে আক্রান্ত হয় । পরে ওসি চিন্তামণি নস্কর এবং সিআই এর উদ্যোগে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে যায় এবং এই মহিলাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে, এই ঘটনায় শুক্রবার রাতভর ১৫ জনকে গ্রেফতার করে অশোকনগর থানার পুলিশ। পুলিশের তৎপরতার প্রশংসা করেছেন অশোকনগর কল্যাণগড় পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রবোধ সরকার । পাশাপাশি জনতার উদ্দেশ্যে তিনি আবেদন জানিয়েছেন, আইন নিজের হাতে তুলে না নেওয়ার জন্য । তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো সচেতনতামূলক প্রচারের পরেও একই রকম ঘটনা ঘটলো অশোকনগরে । পুলিশ তৎপর না হলে বারাসাতের মতোই ঘটনাটি আরও ব্যাপক হয়ে উঠত বলে মনে করছেন সাধারণ মানুষ ।

হজের ফিরতি উড়ানের হাজীদের স্বাগত জানাতে দমদমে বিশিষ্টজনরা

মনিরুজ্জামান ● কলকাতা

আপনজন: চলতি বছরের হজ সম্পাদন করে হাজী সাহেবদের প্রথম উড়ানে ৩০৪ জন মেহমানকে নিয়ে আরব থেকে কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে শনিবার।উল্লেখ্য,মে মাসের ৯ তারিখে ১৬৩ জন হজযাত্রী নিয়ে মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল বাংলার হাজীদের প্রথম কাফেলা। দীর্ঘ ৪৪ দিন বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে শনিবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ প্রথম উড়ানের হাজীদের মোবারকবাদ জানাতে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়ন দপ্তরের প্রধান সচিব পি বি সালিম,সচিব ওবাইদুর রহমান, বিশেষ কমিশনার শাকিল আহমেদ, রাজ্যসভার সংসদ সদস্য নাদিমুল হক, কার্যনির্বাহী আধিকারিক মহঃ নকি,ফিরহাদ হাকিমের সহধর্মিনী ইসমাত হাকিম, প্রাক্তন সাংসদ আহমেদ হাসান ইমরান, রাজারহাট নিউটাউন মাঝেরআইট পীরডাঙ্গা দরবার শরীফের পীরজাদা হাজী একেএম ফারহাদ, পীরজাদা হাজী রাকিবুল আজিজ, সদস্য কুতুবউদ্দিন তরফদার, আব্দুল হামিদ,সেখ সাজাহান সহ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দপ্তর অত্যন্ত ভালোভাবে হাজী সাহেবদের স্বাগত জানানো হয়েছে। পবিত্র মানুষদের ছোঁয়া নিতে প্রতিবছরের মতো এবারও আমাদের এই আগমন। পবিত্র মানুষের ছোঁয়ায় নিজেকে আরও সুন্দর পরিবেশ আমাদের উপহার দিচ্ছে। তিনি বলেন,আমরা পবিত্র মানুষের কাছে বাংলা শান্তি সম্প্রীতি ঐক্যের জন্য দোয়া চাওয়ার পাশাপাশি সকলের সুস্থ সুন্দর উজ্জ্বল জীবন কামনা করছি। সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়ন দপ্তরের প্রধান সচিব পি বি সালিম বলেন, হজ কমিটির সদস্য ও অন্যান্য আধিকারিকরা তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন।

উলুবেড়িয়ায় বিরোধী দল ছেড়ে ঘাসফুলে

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: লোকসভা নির্বাচনের পর ফের দলবদল শুরু হল। উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের তেহট্ট-কাঁটাবেড়িয়া-২ নং অঞ্চলের আইএসএফের পঞ্চায়েত প্রধান আয়েশা বেগম সহ আরও দুই নির্দল পঞ্চায়েত সদস্য ওই কেন্দ্রের বিধায়ক ডাঃনির্মল মাজির হাত ধরে শাসকদলে যোগদান করলেন এর ফলে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল তৃণমূল। এদিনের এই যোগদান কর্মসূচিতে বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিমল দাস,সহ:সভাপতি শেখ ইলিয়াস, আমতা-১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জয়শ্রী বাগ,পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ তুষার কর সিনহা, উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের দলের যুব সভাপতি পিন্টু মণ্ডল প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

তৃণমূলের বুথ কর্মীদের সংবর্ধনা নানুরে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বীরভূম জেলায় বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রে নানুর বিধানসভায় কঙ্কালীতলা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মহুলা গ্রামে তৃণমূলের কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য তাদেরকে পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এ ছাড়া লোকসভা নির্বাচনে বুধ ভিত্তিক ভালো ফলাফল করার জন্য ট্রফি দিয়ে সংবর্ধনা করা হয়। আগামী ছাব্বিশে বিধানসভা নির্বাচনের আগে থেকে কর্মীদের উৎসাহিত করা হয় যাতে বিধানসভা নির্বাচনে আরো বেশি বুথ ভিত্তিক ভালো ফলাফল হয়। এই কর্মী সংবর্ধনায় উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ নানুরের বিধায়ক বিধান চন্দ্র মাঝি সহ অন্যান্য তৃণমূলের নেতা নেতৃবৃন্দ।

আল আলাম মিশনের বহরমপুর শাখা উদ্বোধন মোস্তাক হোসেনের

সজিবুল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: শনিবার মুর্শিদাবাদ জেলার আল আলাম মিশনের বহরমপুর শাখা উদ্বোধন করলেন বিশিষ্ট শিল্পপতি আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেন। শনিবার ঠিক দুপুর ২ টোর সময় মোস্তাক হোসেনকে সাড়ম্বরে স্বাগত জানালেন বহরমপুর বাসী। আল আলাম মিশনের শাখা উদ্বোধন করে মোস্তাক হোসেন বলেন শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। আল আলাম আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। জেলায় নারী শিক্ষা এবং পিছিয়ে পড়া শ্রেণীকে সামনের সারিতে তুলে আনতে সক্ষম হচ্ছে এই আল আলাম মিশন বলে জানান মোস্তাক হোসেন।মুর্শিদাবাদ জেলায় শিক্ষার মানচিত্রকে সামনের সারিতে তুলে ধরতে যা যা পদক্ষেপ প্রয়োজন সেগুলি মোস্তাক হোসেন সাহেব সবরকম ভাবে সাহায্য করে যাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। এদিনের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মোস্তাক হোসেন ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আল আলাম মিশনের ডিরেক্টর মাহবুব মুর্শিদ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. মুজিবর রহমান, আইনজীবী আবু বাক্কার সিদ্দিকী, প্রখ্যাত চিকিৎসক ডা. হাসান, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক মহম্মদ সেলিম, শিক্ষাব্রতী আব্দুল বারী, ডা. ফরমান আলী প্রমুখ বিশিষ্ট জনেরা।

টাকা দ্বিগুণের প্রতারণা চক্রের পাণ্ডা গ্রেফতার

জে এ সেখ ● বর্ধমান

আপনজন: বহু মানুষের লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণা করে দ্বিগুণ-ত্রিগুণ করার অপরাধে বর্ধমান থানার পুলিশের জালে ধরা পড়লো দুই পান্ডা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তাদের একজনের নাম গোপাল সিং, বাড়ি বর্ধমান শহর সংলগ্ন খালাশিপাড়া এলাকায়। অপর জনের নাম সীতারাম পোরেল, বাড়ি রায়না থানার মুক্তার পাড়া এলাকায় । শনিবার গোপন সূত্রে পুলিশের কাছে খবর আসে, বর্ধমান শহরের অনিতা সিনেমা গলিতে একটি হোটেলের তিনতলার ঘরে টাকা দ্বিগুণ করে দেওয়ার নামে একটি প্রতারণা চক্রের লোকজন জড়ো হয়েছে। এরপরই পুলিশ খদ্দের সেজে সেখানে হাজির হয়। সিগন্যাল পেতেই পুলিশ হোটেলের ঘরে ঢুকে ঘিরে ফেলে প্রতারকদের। কী ভাবে চলছিল এই প্রতারণা? জানা গেছে, প্রথমে প্রতারকরা খদ্দেরদের বোঝাতো যে, তাদের কাছে যে কোনো পরিমাণ টাকা নিয়ে আসলেই তারা তার দ্বিগুণ করে ফেরত দিতে পারে। এরপর প্রাথমিকভাবে একটি বিশেষ কৌশল ফেঁদে ওই খদ্দেরের সামনেই দু ধরনের তরল কেমিকেল (আয়োডিন ও হাইপো) ব্যবহার করে একটি পাঁচশো টাকার নোট কে দুটো করে দেখিয়ে দিত। এরজন্য প্রতারকরা পাঁচশ টাকার নোটের সাইজের প্রচুর সাদা কাগজ কেটে রেখেছিল। সেই কাগজের টুকরো কেমিকেলে ডুবিয়ে আসল পাঁচশো টাকার একটি নোটকে একসাথে মিশিয়ে অন্য একটি বড় সাদা কাগজে মুড়িয়ে সুতো দিয়ে বেঁধে দিত। পরে একটি কাগজে আগুন জ্বালিয়ে সেই মোড়ানো কাগজের টুকরোকে সেঁকে নিয়ে হাইপো কেমিকেল দিয়ে ধুয়ে নিত।

প্রথম নজর

ইসরায়েলে নারীদের মাঝে বন্দুক কেনার হিড়িক

আপনজন ডেস্ক: ৭ অক্টোবর হামাসের নজিরবিহীন হামলার পর অনেক ইসরায়েলিকে নিরাপত্তাহীনতার বোধ আঁকড়ে ধরেছে। দেশটিতে বন্দুকের অনুমতির জন্য আবেদনকারী নারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। একই সঙ্গে নারীবাদী দলগুলো এ পরিস্থিতির সমালোচনা করছে। ইসরায়েলের নিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, হামলার পর থেকে বন্দুকের অনুমতির জন্য নারীদের কাছ থেকে ৪২ হাজার আবেদন জমা পড়েছে, যার মধ্যে ১৮ হাজারটি অনুমোদিত হয়েছে। এ সংখ্যা যুদ্ধের আগে নারীদের হাতে থাকা লাইসেন্সের সংখ্যার চেয়ে তিন গুণ বেশি। ইসরায়েলের ডানপন্থী সরকার ও উগ্র ডানপন্থী নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন গভিরের অধীনে দেশটির বন্দুক আইন শিথিল করার মাধ্যমে এই উত্থান সম্ভব হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, ১৫ হাজারেরও বেশি বেসামরিক নারী এখন ইসরায়েল ও অধিকৃত পশ্চিম তীরে আগ্নেয়াস্ত্রের মালিক। এ ছাড়া ১০ হাজার নারী বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণে নিবন্ধিত রয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক লিমোর গোনেন অ্যারিয়েলের পশ্চিম তীরের বসতিতে শুটিং রেঞ্জে অস্ত্র পরিচালনার ক্লাস চলাকালীন বলেন, 'আমি কখনো অস্ত্র কেনার বা পারমিট পাওয়ার কথা ভাবিনি। কিন্তু ৭ অক্টোবর থেকে পরিস্থিতি কিছুটা বদলে গেছে। আমাদের সবাইকে টার্গেট করা হয়েছিল। তাই আমি নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছি।' ইসরায়েলের সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে, ৭ অক্টোবরের হামলার ফলে ইসরায়েলে এক হাজার ১৯৪ জন নিহত হয়েছে। অন্যদিকে ইসরায়েলের প্রতিশোধমূলক আক্রমণে গাজায় প্রায় সাড়ে ৩৭ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে বলে অঞ্চলটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে।

দুই পক্ষের নিহতদের অধিকাংশই বেসামরিক।

যদিও হামাসের আক্রমণের পর ইসরায়েলে বন্দুক কেনার হিড়িক পড়েছে। তবে বেন গভির ২০২২ সালের শেষের দিকে নিরাপত্তামন্ত্রী হওয়ার সময় আগ্নেয়াস্ত্র আইন সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি অস্ত্রধারী বেসামরিক নাগরিকদের সংখ্যা বাড়ানো এবং 'আত্মরক্ষার সক্ষমতা বৃদ্ধি'র প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তার অধীনে বন্দুকের লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়াটির গতি বেড়েছে।

ইসরায়েলি গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, হামাসের আক্রমণের পরপরই কর্তৃপক্ষ প্রায় প্রতিদিন শত শত পারমিট ইস্যু করছে।

ইসরায়েলে বন্দুকের মালিকানার যোগ্যতার মানদণ্ডের মধ্যে রয়েছে ১৮ বছরের বেশি বয়সের নাগরিক বা স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া, হিব্রু ভাষার ওপর সাধারণ দখল এবং চিকিৎসা ছাড়পত্র। তবে প্রয়োজনীয়তার সম্পূর্ণ তালিকা মেনে ইহুদি ছাড়া অন্যদের পারমিট পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

মধ্য আমেরিকায় ঝড় ও বৃষ্টিতে ৩০ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: মধ্য আমেরিকায় ঝড় ও ভারী বৃষ্টিতে অন্তত ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে। বাড়িঘর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে হাজার হাজার মানুষ। অবিরাম বৃষ্টিতে নদী প্লাবিত হয়ে ভেসে গেছে জনপদ। কয়েকটি স্থানে ভূমিধসও হয়েছে। শুক্রবার (২১ জুন) এই তথ্য জানিয়েছেন স্থানীয় কর্মকর্তারা। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এই খবর জানিয়েছে। সালভাদোরান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সেখানে মৃতের সংখ্যা বেড়ে এখন পর্যন্ত ১৯ জনে পৌঁছেছে। তাদের মধ্যে ছয়টি শিশু রয়েছে। অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে রয়েছেন ৩ হাজারেরও বেশি মানুষ।

শুক্রবার এল সালভাদরের নাগরিক সুরক্ষা সংস্থার প্রধান লুইস আমায়া শুক্রবার সাংবাদিকদের বলেন, 'আমাদের অবশ্যই আগে মানুষের জীবন বাঁচাতে হবে। বস্তুগত সম্পদ আসে আর যায়। তবে আমাদের এখন জীবন রক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে।'

ওইদিন ১০ জনের মৃত্যুর কথা জানিয়েছে গুয়াতেমালার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। সেখানকার প্রায় ১১ হাজার মানুষকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেশী হন্ডুরাসে এক জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। সরিয়ে নেয়া হয়েছে আরও এক হাজার ২০০ জনের বেশি মানুষকে। বৃষ্টিতে দেশটির ১৮০টি সম্প্রদায় যোগাযোগবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ধ্বংস হয়ে গেছে ২২টি বাড়ি।

পবিত্র কাবার চাবিরক্ষক সালেহ আল শাইবা আর নেই

আপনজন ডেস্ক: পবিত্র কাবাঘরের চাবিরক্ষক ড. শায়খ সালেহ আল শাইবা মারা গেছেন। তিনি সাহাবী উসমান ইবনে তালহার ১০৯তম উত্তরসূরি এবং কাবার চাবিরক্ষক ছিলেন। খবর খালিজ টাইমসের। শনিবার হারামাইন শরিফাইন নিজেদের ভেরিফায়েড এক্সে (সাবেক টুইটার) এক বার্তায় মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

পোস্টে বলা হয়েছে, ড. শায়খ সালেহ আল শাইবা উসমান ইবনে তালহা রাদিআল্লাহু আনহুর বংশধর ছিলেন এবং কাবাঘরের ১০৯তম অভিভাবক ছিলেন। ফজরের নামাজ শেষে বায়তুল্লায় তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে মক্কার জান্নাতুল মুআল্লায় তাকে দাফন করা হয়।

২০১৩ সালে তার চাচা আব্দুল কাদের ত্বহা আল শাইবি মারা গেলে কাবাঘরের চাবির রক্ষক হন তিনি। মক্কা বিজয়ের দিন রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজে শাইবা গোত্রের উসমান ইবনে তালহা রাদিআল্লাহু আনহুর কাছে চাবি হস্তান্তর করে তাকে সম্মানিত করেন। এরপর থেকে সেই ধারা এখনও অব্যাহত।

উসমান ইবনে তালহা রাদিআল্লাহু আনহুর বংশধরগণ পর্যায়ক্রমে পবিত্র কাবাঘরের চাবি বহন করে আসছেন। তারাই কাবার দরজা খুলে দেন।

আরব নিউজ এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, পবিত্র মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন সালেহ আল শাইবা। ইসলামিক স্টাডিজের ওপর তার ডক্টরেট ডিগ্রি রয়েছে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করতেন। ধর্ম এবং ইতিহাস নিয়ে এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি বই প্রকাশ করেছেন সালেহ আল শাইবা। কাবাঘরের চাবির রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াও পবিত্র ঘরের ভেতর পরিষ্কার রাখা, কিওয়াকে ইস্ত্রি করা এবং ছিঁড়ে গেলে সেলাই করাও এ পরিবারের দায়িত্ব।

কী বার্তা দিয়ে গেল পুতিনের উত্তর কোরিয়া সফর?

আপনজন ডেস্ক: দীর্ঘ ২৪ বছর পর বন্ধু রাষ্ট্র উত্তর কোরিয়া সফর করলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। গেল বুধবার পিয়ংইয়ংয়ে পৌঁছালে তাকে জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে স্বাগত জানায় উত্তর কোরিয়া। বিমানবন্দরে পুতিনকে স্বাগত জানান উত্তর কোরীয় নেতা কিম জং-উন। পুতিনকে গার্ড অব অনারসহ জমকালো লালগালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

পিয়ংইয়ংজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে উৎসবের আমেজ।

উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং-উনের সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যস্ত সময় পার করেন পুতিন। একান্তে বৈঠকের পাশাপাশি প্রতিরক্ষাসহ বেশ কয়েটি চুক্তি সই করেন দুই রাষ্ট্রনেতা। এরই মধ্যে রুশ প্রেসিডেন্ট ভিয়েতনামের উদ্দেশে উত্তর কোরিয়া ছেড়েছেন। সেখানে তিনি দুই দিন থাকবেন। পুতিনকে বিমানবন্দর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছেন উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং-উন।

সবশেষ ২০০০ সালে তিনি যখন এসেছিলেন তখন কিম জং ইল–বর্তমান নেতা কিম জং উনের বাবা ক্ষমতায় ছিলেন। উত্তর কোরিয়া সফরের জন্য কিমের আমন্ত্রণটি পুতিন গ্রহণ করেন গেল বছরের সেপ্টেম্বরে। বহু জল্পনা কল্পনার পর অবশেষে সম্পন্ন হলো এ সফর।

উত্তর কোরিয়া সফরে পুতিন কৌশলগত প্রতিরক্ষাসহ বেশকিছু চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং-উনের সঙ্গে তিনি একান্ত বৈঠক ও দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় অংশ নেন।

এবার পুতিন এমন এক সময়ে উত্তর কোরিয়া সফরে এসেছেন, যখন উভয় দেশই আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। দুই দেশকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে নানান রকম পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা।

কিমের সঙ্গে পুতিনের স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো 'কম্প্রিহেনসিভ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ' নামের একটি সামরিক চুক্তি। ইউক্রেন যুদ্ধে লিপ্ত রাশিয়ান বাহিনীকে পুনরায় সশস্ত্র করার জন্য এই চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এর প্রত্যাশিত প্রভাব সম্পর্কে কিছু তথ্য এরই মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তবে ক্রেমলিন বলেছে, যে এই চুক্তির অর্থ হবে আক্রমণ হলে প্রতিটি দেশ একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। বৈঠকের আলোচ্যসূচিতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়ার সামরিক সহায়তার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২০২২ সালের শুরুর দিকে ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের পর থেকে মস্কো পশ্চিমাদের দ্বারা নানা বাধার শিকার হয়েছে। পশ্চিমাদের কঠোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞায় রাশিয়ার অর্থনীতিকে ভুগতে হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো উত্তর কোরিয়ার নেতৃত্বদানকারীদেরও এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হচ্ছে এবং কয়েক দশক ধরে তারাও অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার মধ্যে রয়েছে। কারণ পশ্চিমা দুনিয়া পিয়ংইয়ংকে ক্রমবর্ধমানভাবে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে দেখে আসছে।

তবে পুতিন পিয়ংইয়ংয়ের কাছে কম অত্যাধুনিক অস্ত্রের সন্ধান করছেন। ২০২৩ সালে ভ্লাদিভোস্টে দুই নেতা মিলিত হওয়ার সময় উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে রাশিয়াকে আর্টিলারি এবং গোলাবারুদ সরবরাহ করার অভিযোগ উঠেছিল। এমন প্রেক্ষাপটে এবারের সফর পরবর্তী ইউক্রেন যুদ্ধ আরো ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পুতিন এবং কিম সে সময় অস্ত্র চুক্তির বিষয়টি অস্বীকার করেছিলেন।

এরইমধ্যে, কিম ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। এর কারণ বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক উত্তর কোরিয়াকে বিভিন্ন সময়ে নানা বাধা কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করেছে। ২০১৯ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে চলমান আলোচনা ভেঙে যাওয়ার পর থেকে উত্তর কোরিয়ার নেতা দেশটির মর্যাদা এবং নিরাপত্তা বাড়াতে আগ্রহী। পুতিনের সঙ্গে কিমের এই চুক্তি উত্তর কোরিয়াকে সেই ভিত্তি দেবে।

হজে রেকর্ড পরিমাণ তিউনিসিয়ানের মৃত্যু, মন্ত্রীকে বরখাস্ত

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের পবিত্র নগরী মক্কায় হজে রেকর্ড পরিমাণ তিউনিসিয়ান নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় দেশটির প্রেসিডেন্ট কায়েস সাঈদ ধর্মমন্ত্রী ব্রাহিম চাইবিকে বরখাস্ত করেছেন। এ মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েন তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট। এরপরই তিনি ধর্মমন্ত্রীকে বরখাস্ত করেন। শুক্রবার প্রেসিডেন্ট অফিস এ তথ্য জানিয়েছে।

গত সপ্তাহে প্রচণ্ড গরমের কারণে সৌদি আরবের পবিত্র নগরী মক্কায় হজ পালন করতে গিয়ে ৪৯ তিউনিসিয়ান নাগরিকের মৃত্যু হয়। এছাড়া হজ করতে গিয়ে দেশটির যেসব হাজি নিখোঁজ হয়েছেন তাদেরকে খুঁজে বেরাচ্ছে পরিবার। এবারের হজে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে মিশর থেকে আসা হজ যাত্রীদের। ৫৩০ মিশরীয় হজে মারা গেছেন। প্রচণ্ড গরমের কারণে তাদের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া নিখোঁজ রয়েছেন ৩১ জন।

শুধু মিশর কিংবা তিউনিসিয়ার নয় এবারের হজে বিশ্বের অনেক দেশের হজযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। এর অন্যতম কারণ ছিল অসহনীয় তাপমাত্রা। এবারের হজে মক্কায় তাপমাত্রা ৫১ ডিগ্রি অতিক্রম করে।

ইসরায়েলি বর্বর হামলায় ধ্বংস হয়ে গেছে গাজার শিক্ষাখাত

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার সব স্থানেই হামলা চালিয়েছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী। সেখানকার স্কুল, আবাসিক ভবন, হাসপাতাল, মসজিদ কোনও কিছুই বাদ যায়নি বর্বর হামলা থেকে। ইসরায়েলের অবিরাম হামলার ফলে গাজার শিক্ষাখাত ধসে গেছে। গাজার শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সেখানে এখন পর্যন্ত উচ্চ মাধ্যমিকের ৪৩০ শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো ১২ হাজার ৫০০ শিক্ষার্থী। এখন পর্যন্ত গাজার সাড়ে তিনশ শিক্ষক নিহত হয়েছেন। এছাড়া সেখানকার ৩০৭টি স্কুল ভবনের ২৮৬টি ভবনই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হামাস-নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, আল-মাওয়াসি এলাকায় তাঁবুতে আশ্রয় নেয়া বাস্তুচ্যুত লোকজনের ওপর ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে ২৫ জন নিহত এবং আরো ৫০ জন আহত হয়েছে। ওই এলাকাকে নিরাপদ হিসেবে ঘোষণা দিয়েও সেখানে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের সীমান্তে প্রবেশ করে আকস্মিক হামলা চালায় ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। এরপরেই গাজায় পাল্টা আক্রমণ চালায় ইসরায়েল। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ৩৭ হাজার ৪৩১ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। এছাড়া আহত হয়েছে আরো ৮৫ হাজার ৬৫৩ জন। এদিকে বিশ্বজুড়ে ফিলিস্তিনের ওপর মানুষের সমর্থন আগের চেয়ে আরো বাড়তে শুরু করেছে। ইতোমধ্যেই বহু দেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিতে শুরু করেছে। নতুন করে এই তালিকায় এবার যুক্ত হলো আর্মেনিয়া। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শুক্রবার জানিয়েছে, ইসরায়েলের বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

এখন পর্যন্ত বিশ্বের প্রায় ১৫০টি দেশ ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। গত এপ্রিলে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিনকে পূর্ণ রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়ার প্রস্তাব তোলা হয়। সেখানে ১৯৩টি দেশের মধ্যে ১৪৩টি দেশই এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। তবে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণার পর আর্মেনিয়ার রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। অপরদিকে আর্মেনিয়ার এমন পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইসরায়েলের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে পালাচ্ছেন পুঁজিবাদীরা

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের সঙ্গে সংঘাতে ইসরায়েলি অপরাধযজ্ঞ বাড়তে থাকায় অধিকৃত ফিলিস্তিন (ইসরায়েল) থেকে ইহুদিবাদীদের বিপরীত অভিবাসন ও পুঁজি প্রত্যাহারের ঘটনা নজিরবিহীনভাবে বাড়ছে।

জানা গেছে, ২০২৩ সালে অধিকৃত অঞ্চল থেকে পুঁজি বিনিয়োগকারীদের পলায়নের চেষ্টা ২৩২ শতাংশ বেড়েছে। বিগত বছরগুলোতে ইসরায়েল তার অপরাধযজ্ঞের সাফাই দিয়ে আসার চেষ্টা করেছে। কিন্তু গাজার যুদ্ধ ইসরায়েলের আসল চেহারা পশ্চিমা নাগরিকদের কাছেও অতীতের তুলনায় অনেক বেশি স্পষ্ট করায় গত কয়েক দশকে এই প্রথমবারের মত ইসরায়েল কোটিপতিদের জন্য দশটি সর্বোচ্চ আকর্ষণীয় স্থান বা লক্ষ্যের তালিকা থেকেও বাদ পড়েছে। বিজিনেস ইনসাইডার জানিয়েছে, ২০২৩ সালে অধিকৃত অঞ্চল থেকে পুঁজি বিনিয়োগকারীদের পলায়নের চেষ্টা ২৩২ শতাংশ বেড়েছে। এ প্রসঙ্গে হেনলি এন্ড পার্টনার্স কোম্পানির রিপোর্টে বলা হয়েছে, চলমান যুদ্ধ নিরাপদ স্থান হিসেবে ইসরায়েলের চিত্রকে যে শুধু ধ্বংসই করেছে তা নয়, একইসঙ্গে এ যুদ্ধ ইসরায়েলের অর্থনৈতিক সাফল্যগুলোর জন্যও হুমকিতে পরিণত হয়েছে।

অধিকৃত ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ এই কোম্পানির ভোক্তাদের শীর্ষস্থানীয় উপদেষ্টা ড্যানি মার্কনি গাজায় জাতিগত শুদ্ধি অভিযান তথা গণহত্যা অভিযানের কারণে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইসরায়েল দিনকে দিন বেশি নিঃসঙ্গ হচ্ছে বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, অব্যাহত যুদ্ধ সেইসব ধনী বসতি স্থাপনকারী ইহুদিবাদীদের উদ্বেগকে তীব্রতর করেছে যাদের ব্যবসায়িক বা অন্য কোনো স্বার্থ রয়েছে ইসরায়েলের বাইরে। কারণ অব্যাহত যুদ্ধ তাদের এইসব স্বার্থকে বিপদের মুখোমুখি করেছে। গাজায় যুদ্ধ অব্যাহত থাকায় কোনো কোনো দেশ তেল আবিবের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। আর এ বিষয়টি ইসরায়েলি পাসপোর্ট নিয়ে সফর করাকে দিনকে দিন বেশি কঠিন ও বিপজ্জনক করে তুলছে ঠিক যেভাবে বর্তমানে নানা স্থানে যাতায়াত ও যোগাযোগ ইহুদিবাদীদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.২০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২৯ মি.

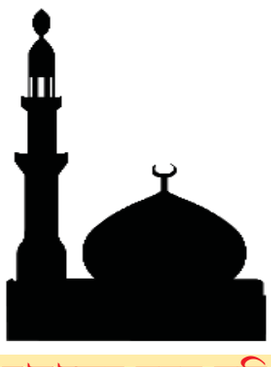

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.২০	৪.৫৩
যোহর	১১.৪৩	
আসর	৪.১৮	
মাগরিব	৬.২৯	
এশা	৭.৫১	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৫	

তুরস্কে ভয়াবহ দাবানলে ১২ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কের দক্ষিণপূর্বাঞ্চলে রাতভর ভয়াবহ দাবানলে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো ৭৮ জন। শুক্রবার দেশটির তুরস্কের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ফাহরেটিন কোকা এক্স পোস্টে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, রাতভর দাবানলের কারণে অনেক প্রাণি পুড়ে মারা গেছে, আবার অনেকগুলো ভয়াবহভাবে আহত হয়েছে।

নাগরিকদের ভ্রমণের জন্য ৫ বছরের ভিসা চালু করছে চিন-অস্ট্রেলিয়া

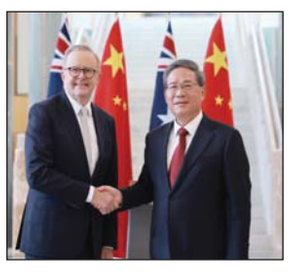

আপনজন ডেস্ক: তিক্ততা ভুলে একে অপরের দেশের নাগরিকদের পর্যটন ও ব্যবসায়িক কাজে ভ্রমণের জন্য পাঁচ বছরের মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা চালু করছে চীন এবং অস্ট্রেলিয়া। শুক্রবার থেকেই এ ভিসা ব্যবস্থা চালু হচ্ছে বলে জানিয়েছে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কন্নোয়নের এটি আরেকটি লক্ষণ।

চীনের নাগরিকরা এর আগে অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণের জন্য ১ বছর পর্যন্ত কিংবা ঘন ঘন যাতায়তের জন্য ১০ বছর পর্যন্ত ভিসার জন্য আবেদন করতে পারত। এবার অস্ট্রেলিয়ায় ৭ বছরের মধ্যে এ সপ্তাহে প্রথম চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াংয়ের মাইলফলক সফরের পর দুই দেশের নাগরিকদের জন্য ৫ বছরের মাল্টিপল ভিসা চালুর এ উদ্যোগ এল। চীনা প্রধানমন্ত্রীর ওই সফরে দুই দেশের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে কয়েক বছরের বরফ গলেছে। সম্পর্ক হয়েছে স্থিতিশীল। অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার চীন ২০২০ সালে কূটনৈতিক বিরোধের কারণে কয়লা, ওয়াইন, বার্লি, কাঠসহ অস্ট্রেলিয়ান বিভিন্ন পণ্য রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। তবে অস্ট্রেলিয়ান লবস্টার রপ্তানি ছাড়া এখন সব বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

ইসরায়েলের হামলায় নিহত হলেন আল-ফজর নেতা

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত হয়েছেন ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাসের মিত্র লেবাননের ইসলামি গোষ্ঠী জামা ইসলামিয়ার এক নেতা।

দেশটির একটি নিরাপত্তা সূত্র জানিয়েছে, লেবাননের পূর্বাঞ্চলে একটি গাড়িতে শনিবার ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে লেবাননের একটি সূত্র বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেছে, লেবাননের পশ্চিম বেকা অঞ্চলের খিয়ারা এলাকায় ইসরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় জামা ইসলামিয়ার আল-ফজর ফোর্সের নেতা আয়মান ঘোতমেহ নিহত হয়েছেন। সিরিয়া সীমান্ত থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে লেবাননের ভূখণ্ডে আয়মানের গাড়ি লক্ষ্য করে ঐ হামলা হয়েছে। লেবাননে ইসরায়েলের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের লক্ষ্যে ১৯৮২ সালে জামা ইসলামিয়ার সশস্ত্র শাখা আল-ফজর ফোর্স গঠন করে গোষ্ঠীটি। অতীতে হামাসের সাথে যৌথ অভিযানসহ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে একাধিক হামলার দায় স্বীকার করেছে গোষ্ঠীটি। লেবাননে আল-ফজর ফোর্সের প্রায় ৫০০ পুরুষ সদস্য রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। লেবাননের রাষ্ট্রায়ত্ত বার্তা সংস্থা এএনআই বলেছে, খিয়ারা এলাকায় ইসরায়েলি বাহিনী একটি গাড়িকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে। এতে অন্তত একজন নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তি পার্শ্ববর্তী লালা গ্রামের বাসিন্দা। তবে এই বিষয়ে বিস্তারিত আর কোনও তথ্য জানানো হয়নি।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৬৮ সংখ্যা, ৯ আষাঢ় ১৪৩১, ১৬ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি

তরুণ প্রজন্ম

কবি সুকান্ত যেমন তাহার টিনেজ বয়সে লিখিয়াছিলেন–'অবাক পৃথিবী! অবাক করলে তুমি/ জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি।' তেমনি করিয়া এখন যাহাদের টিনেজ বয়স, তাহারা এই পৃথিবীকে কী চোখে দেখিতেছে? সুকান্ত না-হয় তাহার স্বল্পায়ু জীবনটায় অস্থির পৃথিবীর মধ্যে বসবাস করিয়াছেন। কিন্তু এখন একটি কিশোর বা সদ্য তরুণ, যাহার চোখে রহিয়াছে সুন্দর জীবনের স্বপ্নাঞ্জন, সে কী ভাবিতেছে প্রতিদিনের পত্রিকার পাতায় খবর দেখিয়া? তৃতীয় বিশ্বে বসবাসকারী এই সকল কিশোর বা সদ্য তরুণ দেখিতেছে, সমাজ-রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দূষণ আর পচন। হাজার হাজার কোটি টাকার বড় বড় দুর্নীতি। শত-সহস্র কোটি ডলারের পাচারের কাহিনি। পত্রিকাগুলি যেন আর পত্রিকা নহে, সবই অপরাধ পত্রিকা। অপরাধ দুর্নীতি আর খারাপ খবরে পরিপূর্ণ। যাহাদের বয়স কম, যাহাদের সামনে পড়িয়া রহিয়াছে বিস্তর ভবিষ্যত্, তাহারা এই লুটেরাদের চিত্র দেখিয়া মনে করিতে পারে–তৃতীয় বিশ্বের কিছু কিছু দেশ কি লুটপাট করিবার দক্ষতা অর্জন করাটাই আসল যোগ্যতা? কিন্তু এই যোগ্যতা তো মহা অপরাধ। নূতন প্রজন্মের যাহারা বিভিন্ন দেশে ঘুরিয়াছে, তাহারা দেখিয়াছে, কল্যাণকর উন্নত দেশগুলির ছেলেমেয়েরা সত্, পরিশ্রমী ও দেশপ্রেমিক। তাহারা মিথ্যা বলে না, মিথ্যা বলা জানেও না। সুশৃঙ্খল, হিউম্যান রাইটস, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, চিকিত্সা, লিভিং স্ট্যান্ডার্ড, পরিবেশ সুন্দর রাখিবার মহান ঐতিহ্য তাহারা বহন করিতেছে। পূর্বসূরিদের সেই ব্যাটন লইয়া তাহারা সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে। মানুষ যেই হেতু তাহার পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যেই বাড়িয়া উঠে, সুতরাং এই তিন স্তরের ভালো বা খারাপ জিনিসগুলিই তাহাদের জীবনকে গড়িয়া দেয়। এখন প্রতিদিনই খবরের কাগজ খুলিয়া তৃতীয় বিশ্বের ছেলেমেয়েরা যদি দেখে আমাদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে অসংখ্য ঘৃণ্য অপরাধমূলক কাণ্ডকারখানা দিনের পর দিন ঘটিয়া চলিতেছে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা হইলে এই সংবেদনশীল ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যতের দর্পণে কী দেখিতে পাইবে?

ভণ্ডামিও বিপুল ও ব্যাপক তৃতীয় বিশ্বের সমাজে। সেইখানে ছোটবেলায় পড়ানো হয়–সততাই সর্বোত্কৃষ্ট পন্থা। কিন্তু দেখা যায় যে, অসততাই সমাজ-রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। এবং অসৎ-অপরাধীরাই অধিক ক্ষমতাবান, প্রভাব ও প্রতাপশালী। এই সমাজে ইঁদুর-মানসিকতার মানুষের বিপুল বৃদ্ধি ঘটিতেছে। মিথলোজিতে রহিয়াছে, ইঁদুর হইল লুটেরা, মজুতদার, মধ্যস্বত্বভোগী, স্বার্থপর, সর্বভুক ও আত্মসাত্কারী। ইঁদুর রাতের আঁধারে সম্পদ হরণ করিয়া নিজের ডেরায় তাহা মজুত করে। দিনের বেলায় আলোতে ইঁদুর খাদ্যসম্পদ আহরণ করে না, কেবল অন্ধকারে লোকচক্ষুর আড়ালে সম্পদ লুণ্ঠন করে। এবং তাত্পর্যপূর্ণ দিকটি হইল–নিজের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি সম্পদ মজুত করে সর্বগ্রাসী ইঁদুর। আবার এই ইঁদুররা যে কোনো পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে। ইঁদুর-শ্রেণি দ্রুত বংশবিস্তারেও বিশেষ দক্ষ। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এই ইঁদুরেরা দেশের সম্পদ লুণ্ঠন অব্যাহত রাখিতে সকল ব্যবস্থা নিজেদের পক্ষে তৈরি করিয়া লইতেছে। পৌরাণিক কাহিনিতে লুটেরা ইঁদুরের বিপরীতে প্যাঁচাকে সম্পদের রক্ষক ও সমবণ্টনকারী হিসাবে দেখানো হইয়াছে। তাই ইঁদুর তাড়ানোর জন্য প্যাঁচা দিয়া ইঁদুর দমন করিবার কথা বলা হয়। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের কোথাও কোথাও দেখা যায়, সম্পদের রক্ষক ও সমবণ্টনকারীও ঐ ইঁদুর-দলেরই একজন! তৃতীয় বিশ্বের জন্য ইহা ট্র্যাজেডি বটে।

লুটেরা ও সর্বগ্রাসী ইঁদুরকে তাড়াইতে বারো শতকে জার্মানির হ্যামিলন শহরে আসিয়াছিলেন এক বাঁশিওয়ালা। কিন্তু সেই হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালাকেও প্রাপ্য পারিশ্রমিক দেওয়া হয় নাই। ফলে, যেইখানে সমস্যা থাকে, সেইখানে অসংখ্য সমস্যা আসিয়া সমস্যার জট তৈরি করে। এই জট পাকানো সমাজের এত ধরনের জটিলতা ও সমস্যা দেখিয়া নূতন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা কী ভাবিতেছে? তাহারা কি হতাশ হইয়া পড়িতেছে? তাহারা কি চিন্তিত যে–'এ খাঁচা ভাঙব আমি কেমন করে?' কিন্তু এইভাবে তো চিরকাল চলিতে পারে না। কোনো দেশে কোনো রাষ্ট্র এইভাবে বেশি দিন চলে নাই। ইহাই তাহাদের সান্ত্বনা।

•••••••••••••

এবার হজে কেন এত বেশি হাজির মৃত্যু হয়েছে

সৌদি আরবে এবার পবিত্র হজ পালন করতে গিয়ে এক হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগ মানুষ মারা গেছেন প্রচণ্ড তাপপ্রবাহের কারণে। এবার সৌদিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা উঠেছিল ৫১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। বিশেষ প্রতিবেদনটি করেছে বিবিসি...

সৌদি আরবে এবার পবিত্র হজ পালন করতে গিয়ে এক হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগ মানুষ মারা গেছেন প্রচণ্ড তাপপ্রবাহের কারণে। এবার সৌদিতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা উঠেছিল ৫১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আরব কূটনীতিকদের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা এএফপির খবরে বলা হয়, হজে গিয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ৬৫৮ জন মিসরের নাগরিক। ইন্দোনেশিয়া বলেছে, তাদের দেশের ২০০-এর বেশি নাগরিক মারা গেছেন। ভারত বলেছে, তাদের ৯৮ নাগরিকের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হওয়া গেছে। পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, জর্ডান, ইরান, সেনেগাল, তিউনিসিয়া, সুদান ও ইরাকের স্বায়ত্তশাসিত কুর্দিস্তান অঞ্চল তাদের নাগরিকের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে। ওয়ালস্ট্রিট জার্নালের এক খবরে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র মনে করে, তাদের দেশেরও বেশ কয়েকজন নাগরিক হজে গিয়ে মারা গেছেন। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধবান্ধব তাঁদের নিখোঁজ প্রিয়জনকে হাসপাতালে খুঁজছেন। তাঁদের খোঁজে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্টও দিচ্ছেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ প্রতিবছর পবিত্র মক্কায় হজ পালন করতে যান। যেসব মুসলিম আর্থিক ও শারীরিকভাবে সক্ষম, তাঁদের ওপর জীবনে অন্তত একবার পবিত্র হজ পালন ফরজ। চলতি বছর প্রায় ১৮ লাখ মুসলিম পবিত্র হজ পালন করেছেন বলে সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

বার্তা সংস্থা এএফপির খবরে বলা হয়, পবিত্র হজের সময় মারা যাওয়া অর্ধেকের বেশি মানুষ নিবন্ধন ছাড়াই হজ করতে এসেছেন। তাঁরা যথাযথ কাগজপত্র ছাড়াই এ দেশে এসেছেন। এ সময় তাঁরা তাঁবু বা বাসসহ অন্যান্য জায়গায় শীতাতপনিয়ন্ত্রণব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা পাননি।

সুদান গতকাল শুক্রবার বলেছে, যারা যথাযথ কাগজপত্র ছাড়া মানুষকে পবিত্র মক্কায় গিয়ে হজের সুযোগ করে দিয়েছে, এমন বেশ কয়েকটি ট্রাভেল এজেন্সির কর্মকর্তাদের আটক করা হয়েছে। মিসরও একই ধরনের তদন্তের কাজ শুরু করছে।

সৌদি আরব কয়েক বছর ধরে হজের সময় নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করতে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু এখনো সৌদি সরকারের বিরুদ্ধে যথেষ্ট পদক্ষেপ না নেওয়ায় অভিযোগ রয়েছে। এ নিয়ে তাদের সমালোচনা হচ্ছে। বিশেষ করে অনিবন্ধিত হাজিদের ক্ষেত্রে তারা যথাযথ পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। এবারের মৃত্যু নিয়ে সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে এখনো কোনো মন্তব্য করা হয়নি।

এবার কেন এত বেশি হাজির মৃত্যু হয়েছে, তা নিয়ে চলছে নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। অবশ্য কিছু অভিন্ন কারণ প্রায় সবার কাছ থেকেই শোনা যাচ্ছে।

অত্যধিক গরম

এবার সৌদি আরবে এত বেশি হাজির মৃত্যুর জন্য অত্যধিক তাপপ্রবাহকে দায়ী করা হচ্ছে। সৌদি আরবের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বারবার অত্যধিক গরমের ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করেছে। অযথা বাইরে যেতে নিষেধ করেছে। সবাইকে বেশি বেশি পানি পান করার পরামর্শ দিয়েছে। এরপরও সবাই সরকারি নির্দেশনা গ্রাহ্য করেননি। এতে অনেকে প্রচণ্ড গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, এমনকি মারাও গেছেন।

নাইজেরিয়ার হাজি আয়শা ইদ্রিস বিবিসিকে বলেন, 'একমাত্র আল্লাহর রহমতে আমি বেঁচে আছি। সত্যি অবিশ্বাস্য গরম পড়ছে। আমাকে সব সময় ছাতা ব্যবহার করতে হয়েছে এবং অবিরাম আমি নিজের মুখে-হাতে জমজমের পানি দিয়েছি।'

আরেক হাজি নাইম হিটস্ট্রোকে মারা গেছেন। ওই হাজির পরিবার এখন তাঁর মৃত্যুর কারণ কী, সেই উত্তর খুঁজছে।

ওই নারী হাজির সন্তান বিবিসি নিউজ অ্যারাবিককে বলেন, 'হঠাৎ করে আমার মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। তিনি হজের সময় মারা গেলেন কি না, সেটা জানতে আমরা তাঁকে কয়েক দিন ধরে খুঁজতে থাকি।' তিনি বলেন, 'তিনি মারা গেলে আমরা তাঁর শেষ ইচ্ছার প্রতি সম্মান জানিয়ে তাঁকে মক্কায় দাফনের ব্যবস্থা করব।'

হাজিরা এবার হঠাৎ করে এমন তীব্র তাপপ্রবাহের মধ্যে পড়েছেন, যা তাঁরা আগে কখনো মোকাবিলা করেননি। সেখানে অধিকাংশ স্থান উন্মুক্ত। সোজা সূর্যের তাপ পড়ছে। হজ করতে আসা মানুষদের অনেকে বয়স্ক বা আগে থেকেই অসুস্থ।

প্রচণ্ড তাপপ্রবাহে আরাফার ময়দানে অসুস্থ এক হাজিকে চিকিৎসা দলের সদস্যরা সরিয়ে নিচ্ছেন। ১৫ জুন

প্রচণ্ড তাপপ্রবাহে আরাফার ময়দানে অসুস্থ এক হাজিকে চিকিৎসা দলের সদস্যরা সরিয়ে নিচ্ছেন। ১৫ জুনছবি: এএফপি

অবশ্য সৌদি আরবে হজের সময় মৃত্যু নতুন কিছু নয়। তবে বিজ্ঞানীরা বলছেন, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে।

জলবায়ুবিশ্লেষক কার্ল-ফ্রেডরিক স্কিউশনার বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেন, উষ্ণ আবহাওয়ার মধ্যেই বেশির ভাগ সময় হজ পালিত হয়ে আসছে। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে।

কার্লের গবেষণা বলছে, শিল্পায়নপূর্ব যুগের চেয়ে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১ দশমিক ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে হজের সময়ে হিটস্ট্রোকে মৃত্যুর ঝুঁকি পাঁচ গুণ বেড়েছে।

প্রচণ্ড ভিড় ও স্যানিটেশন

অনেকের মতে, এই প্রচণ্ড তাপপ্রবাহে সৌদি কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাপনা হাজিদের জন্য পরিস্থিতিকে আরও সংকটময় করে তুলেছে।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, আবাসন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসংবলিত ব্যবস্থাপনা খুব বাজেভাবে করা হয়েছে। হাজিদের উপচে পড়া ভিড়ের মধ্যে শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ও স্যানিটেশন-ব্যবস্থার তীব্র অভাব দেখা গেছে।

পাকিস্তানের ইসলামাবাদ থেকে আসা হাজি আমিনা (প্রকৃত নাম নয়) বলেন, 'মক্কায় এই প্রচণ্ড তাপপ্রবাহের মধ্যে আমাদের তাঁবুতে শীতাতপনিয়ন্ত্রণব্যবস্থা ছিল না। এয়ারকুলার যা-ও দেওয়া হয়েছে, তাতে পর্যাপ্ত পানি ছিল না।'

এই নারী হাজি বলেন, 'এসব তাঁবুতে অনেকটা দমবন্ধ অবস্থা ছিল। আমরা প্রচণ্ডভাবে ঘামাচ্ছিলাম এবং পানিশূন্যতার মতো অবস্থা দেখা দিয়েছিল।'

ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তা থেকে আসা ফৌজিয়া বলেন, তাঁবুতে উপচে পড়া মানুষ আর অতিরিক্ত গরমের কারণে অনেকে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন।

হজ ব্যবস্থাপনার আরও উন্নয়ন হলে তাকে অবশ্য স্বাগত জানাবেন ফৌজিয়া। তবে তাঁর বিশ্বাস, এ পর্যন্ত এটিই হচ্ছে সবচেয়ে সুসংগঠিত হজ।

অবশ্য সৌদি আরবের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় হাজিদের কল্যাণে বরাদ্দ দেওয়া নানা বিষয়ের কথা তুলে ধরছে। সরকারের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, হাজিদের জন্য মোট ৬ হাজার ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট ১৮৯টি হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ভ্রাম্যমাণ ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে। এসব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৪০ হাজারের বেশি চিকিৎসক, টেকনিশিয়ান, প্রশাসনিক কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

পরিবহন

হজের সময় প্রচণ্ড গরমের মধ্যে হাজিদের লম্বা দূরত্বের পথ হাঁটতে হয়। অনেকে এ জন্য সড়ক বন্ধ করা ও বাজে ব্যবস্থাপনাকে দায়ী করেন।

বেসরকারি একটি হজ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা মোহাম্মদ আচা বলেন, প্রচণ্ড গরমের মধ্যে একজন হাজিকে দিনে কমপক্ষে ১৫ কিলোমিটার পথ হাঁটতে হয়। এতে তাঁদের হিটস্ট্রোক, অবসাদে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। অনেক সময় পানিও সহজলভ্য থাকে না।

মোহাম্মদ আচা বলেন, 'এটি হচ্ছে আমার ১৮তম হজ। সৌদি আরবের নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো সহায়ক নয়। তারা নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু মানুষকে সহায়তা করে না।'

আচা ব্যাখ্যা করে বলেন, অতীতে ইউটার্ন নিয়ে তাঁবুর দিকে যাওয়ার পথ উন্মুক্ত ছিল। এখন সব পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে একজন সাধারণ হাজি জোন-১-এর 'এ' শ্রেণির তাঁবুতে থাকলেও এই গরমে তাঁকে আড়াই কিলোমিটার পথ হেঁটে তাঁর তাঁবুতে পৌঁছাতে হয়।

অবশ্য সৌদি আরবের পরিবহন কর্তৃপক্ষ বলছে, তারা হাজিদের যাতায়াতের জন্য ২৭ হাজার বাসের ব্যবস্থা রেখেছে।

অনিবন্ধিত হাজি

হজ করার জন্য একজন হজযাত্রীকে অবশ্যই হজ ভিসার আবেদন করতে হয়।

কিন্তু কিছু কিছু হজযাত্রী যথাযথ কাগজপত্র ছাড়াই সৌদি আরবে হজ করতে চান। সৌদি কর্তৃপক্ষ এই প্রবণতা বন্ধের চেষ্টা করলেও লাভ হচ্ছে না।

যথাযথ কাগজপত্র ছাড়া সৌদি আরবে আসা হজযাত্রীরা কর্তৃপক্ষকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন। এমনকি সাহায্যের দরকার হলেও তাঁরা কর্তৃপক্ষের কাছে যান না।

এই 'অনানুষ্ঠিক হাজিরা' এবার এত বেশি মৃত্যুর জন্য দায়ী বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাঁবুতে অতিরিক্ত ভিড়ের জন্য কর্তৃপক্ষ অনিবন্ধিত হাজিদের দায়ী করছেন।

ইন্দোনেশিয়ার ন্যাশনাল হজ অ্যান্ড ওমরা কমিশনের (কোমনাস হজ) চেয়ারম্যান মুসতালিহ সিরাজ বলেন, 'আমরা সন্দেহ করছি, যাঁদের হজ ভিসা ছিল না, তাঁরা হজ এলাকায় অনুপ্রবেশ করেছেন।'

সৌদি আরবের ন্যাশনাল কমিটি ফর হজ অ্যান্ড ওমরা-এর উপদেষ্টা সাদ আল-কুরাশি বিবিসিকে বলেন, হজ ভিসা না থাকলে কোনো ব্যক্তিকে বরদাশত করা হবে না। তাঁকে অবশ্যই নিজ দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

সাদ বলেন, নুসুক কার্ড ব্যবহার করে অনিয়মের আশ্রয় নেওয়া হাজিদের শনাক্ত করা হয়েছে। এসব কার্ড নিবন্ধিত হাজিদের জন্য ইস্যু করা হয়েছিল। পবিত্র মক্কায় প্রবেশের জন্য এই কার্ডের একটি বারকোড রয়েছে।

বয়স্ক, দুর্বল ও অসুস্থ হাজি

প্রতিবছর হজে মৃত্যুর আরেকটি কারণ হতে পারে এই যে অনেকে জীবনের শেষ প্রান্তে হজে আসেন। হজের জন্য সারা জীবন সঞ্চয় করে পরে হজ করেন।

আবার অনেক মুসলিম এই আশায় হজে আসেন, হজের সময় যদি তাঁদের মৃত্যু হয়, সেটা হবে আশীর্বাদের মৃত্যু। তাঁকে এই পবিত্র শহরে দাফন করা হবে।

হজের সময় কারও মৃত্যু হলে কী হবে

পবিত্র হজ পালনের সময় কারও মৃত্যু হলে বিষয়টি হজ মিশনকে জানানো হয়। তারা ওই ব্যক্তির পরিচয় শণাক্ত করতে মরদেহের হাতে বা পায়ে পরিচয় শনাক্তকরণ কার্ড লাগিয়ে দেয়। তারপর চিকিৎসক তাঁর মৃত্যুসনদ দেন। সৌদি সরকারও একইভাবে একটি মৃত্যুসনদ দেয়।

মৃত্যুর স্থানভেদে মৃত ব্যক্তিদের জানাজা মসজিদে হারাম বা মদিনায় পবিত্র মসজিদে নববিতে অনুষ্ঠিত হয়। তারপর মৃত ব্যক্তিদের গোসল, মরদেহ কফিনবন্দী করা এবং বরফে রাখার যাবতীয় খরচ সৌদি সরকার বহন করে থাকে।

তারপর মৃত ব্যক্তিদের দাফনের ব্যবস্থা করা হয়। দাফনের কাজটি খুবই সাধারণ। কবরের কোনো চিহ্ন থাকে না। অনেক সময় একই স্থানে একাধিক মরদেহ দাফন করা হয়। কাকে, কোথায় দাফন করা হয়েছে, কবরস্থানে তার একটি তালিকা থাকে। সুতরাং পরিবারের কোনো সদস্য চাইলে মৃত স্বজনের কবর দেখে আসতে পারেন।

সৌদি আরব সরকার বলছে, বিভিন্ন সংস্থা ও রেড ক্রিসেন্টের সহায়তায় তারা 'মর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে মৃত ব্যক্তিদের দাফনের প্রক্রিয়া' শেষ করে থাকে।

কিমের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পুতিন কি নিজের দুর্বলতাই প্রকাশ করলেন না!

সিমোন টিসডাল

তাঁরা দুজন মিলে এক অদ্ভুত জুটি তৈরি করেছেন। একজনের মুখ হাস্যোজ্জ্বল ও নিটল। পাতলা ঠোঁটের অন্য মুখটি অনেক বেশি শীতল ও রূঢ়। দুজনই স্বৈরশাসক। দুজনই নৃশংস। দুজনই নিজেদের খামখেয়ালি কাজকারবারের জন্য কাউকে কৈফিয়ত দেন না। দুজনই যুক্তরাষ্ট্রকে ১৯৪৫-পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থার মোড়ল হিসেবে দেখেন এবং দুজনই যুক্তরাষ্ট্রকে খারিজ করে দিয়ে বিদ্যমান বিশ্ব ব্যবস্থাকে উল্টে ফেলার মিশন নিয়ে জীবন বাজি রেখেছেন। সর্বোপরি দুজনই পশ্চিমের দেশগুলো দ্বারা নিষিদ্ধ, বহিষ্কৃত এবং কিছুটা হলেও ভীত। পিয়ংইয়ংয়ে এই 'লরেল অ্যান্ড হার্ডি' (হলিউড সিনেমার প্রাথমিক যুগের ব্রিটিশ-আমেরিকান কমেডি জুটি। এই জুটির একজন হলেন ইংরেজ অভিনেতা স্ট্যান লরেল এবং অন্যজন হলেন আমেরিকান অভিনেতা অলিভার হার্ডি) জুটির মধ্যে যে শীর্ষ সম্মেলন হয়ে গেল, তারপর সেসব ভয় প্রতীকী ও সারগর্ভ উভয় অর্থেই আরও তীব্র হতে পারে।

উত্তর কোরিয়ার নাদুসনুদুস চেহারার নেতা কিম জং-উন ও রাশিয়ার চর্মসার গড়নের নেতা ভ্লাদিমির পুতিনের একটি অভিন্ন লক্ষ্য রয়েছে। সেটি হলো, চীন থেকে ইরান পর্যন্ত বিস্তৃত একটি শক্তিশালী পশ্চিমাবিরোধী ও গণতন্ত্রবিরোধী জোটে তাঁদের অবস্থান সুসংহত করা।

দুই বছর আগে ইউক্রেনে রাশিয়ার সর্বাত্মক অভিযান শুরু হওয়ার আগে বেশির ভাগ বিশ্বনেতার মতো পুতিনও কিমের দিকে খুব কমই মনোযোগ দিয়েছেন। কিন্তু যুদ্ধ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে সব বদলে গেল। পুতিনের এই সফর কিমের জন্য পুতিনের একটি উপহার ছিল।

আন্তর্জাতিক কূটনীতি সম্পর্কে কিমের ধারণা হলো, প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য হুমকি দিয়ে যেতে হবে (যে হুমকি দেওয়ার যথার্থ সামর্থ্য তাঁর নেই)। তাঁর সক্ষমতার দৌড় যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলে (এবং দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানে) আঘাত করতে সক্ষম পারমাণবিক ওয়ারহেড বহনসক্ষম দূরপাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণের পরীক্ষা চালানো এবং সীমিত পরিসরের পারমাণবিক বোমা বানানোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর্যন্ত। ২০১৯ সালে হ্যানয়ে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কিম বৈঠক করেছিলেন। ওই বৈঠকের সূত্র ধরে ওয়াশিংটন ও তাদের অংশীদারদের সঙ্গে উত্তর কোরিয়ার সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ, উত্তর কোরিয়ার ওপর থেকে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং কোরীয় উপদ্বীপের পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের বিষয়ে যে শম্বুকগতির আলোচনা শুরু হয়েছিল, তা ভেঙে পড়ায় কিম তাঁর কৌশল পরিবর্তন করেন। তিনি মস্কো-বেইজিং অক্ষে সম্পূর্ণরূপে জড়িয়ে পড়েন এবং এর ধারাবাহিকতায় এখন তিনি ইউক্রেন যুদ্ধে পুতিনকে সমর্থন দিচ্ছেন। ২০২২ সালের জুলাই মাসে উত্তর কোরিয়া রাশিয়ার দখল করে নেওয়া দোনেৎস্ক ও লুহানস্কের রুশপন্থী প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার ভাষ্যমতে, কিম রাশিয়াকে ইতিমধ্যে কয়েক ডজন ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করেছে, যার কয়েকটির ধ্বংসাবশেষ ইউক্রেনের খারকিভে পাওয়া গেছে। এ ছাড়া কিম লাখ লাখ কামানের গোলাবোঝাই ১১ হাজারের বেশি কনটেইনার রাশিয়াকে দিয়েছে। পশ্চিমাদের ধারণা, এর বিনিময়ে পুতিন কিমকে পারমাণবিক, ক্ষেপণাস্ত্র ও মহাকাশপ্রযুক্তি উন্নত করতে সাহায্য করছেন। রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়ার এই ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক অস্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি মারণঘাতী। উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে পুতিন লিখেছেন, 'আমরা বাণিজ্যের এমন এক বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তুলব, যাতে পশ্চিমাদের নিয়ন্ত্রণ থাকবে না এবং আমরা যৌথভাবে পশ্চিমাদের অবৈধ একতরফা নিষেধাজ্ঞা প্রতিরোধ করব।' তিনি লিখেছেন, 'একই সঙ্গে আমরা ইউরেশিয়ায় মার্কিন চাপ, ব্ল্যাকমেল ও সামরিক হুমকিকে প্রতিহত করার মতো নিরাপত্তা বলয় গড়ে তুলব।'

২০২২ সাল থেকে নিষেধাজ্ঞা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া রাশিয়ার একটি বিশেষত্ব হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রেও কিমের সঙ্গে পুতিনের বৈঠক বাস্তবসম্মত সহায়তা দিচ্ছে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বছরের পর বছর ধরে পিয়ংইয়ংয়ের পারমাণবিক কর্মসূচির ওপর আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞাকে রাশিয়া সমর্থন করে এলেও ইউক্রেন যুদ্ধের পর থেকে তারা উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়ায় ভেটো দেওয়া শুরু করেছে। এখন পুতিন ও কিম 'হাতে হাত রেখে কমরেডের অটুট সম্পর্ক' লালন করছেন। পুতিন সম্ভবত কিমের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতাকে খুব বুদ্ধিদীপ্ত কৌশল বলে মনে করছেন।

প্রকৃতপক্ষে তাঁর এই পিয়ংইয়ং রাজনীতি তাঁর শক্তিক্ষয় ও হতাশার প্রতিফলন ঘটায়। গত সপ্তাহে সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে ভারত, ব্রাজিল, সৌদি আরব ও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো কিছু বড় দেশ ইউক্রেনের পক্ষেই কথা বলেছে এবং সে সম্মেলনে এ বিষয়ে সবাই একমত ছিল যে রাশিয়া অবৈধভাবে ইউক্রেনের দিকে পা বাড়িয়েছে এবং সেখান থেকে তার সরে আসা উচিত।

পুতিন যদিও স্বীকার করবেন না, কিন্তু বাস্তবতা হলো, তিনি কূটনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন এবং তাঁর দেশ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। রাশিয়ার দরিদ্র উত্তর কোরিয়ার সমর্থনের প্রয়োজন আছে, এই ধারণাকে বছর কয়েক আগেও সবাই হেসে উড়িয়ে দিত। কিন্তু এখন আর সে বাস্তবতা নেই। এখন এটি প্রমাণিত সত্য যে রাশিয়াকে আমদানি করা কামানের শেলের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। অর্থাৎ রাশিয়ার অস্ত্রশিল্প দুর্বল হয়ে পড়েছে।

পূর্ব এশিয়ায় পুতিনের প্রভাব কমে যাওয়ার আরও একটি নজির হলো, তাঁর 'সীমাহীন বন্ধুত্বের বন্ধনে' থাকা চীনের মস্কো-সংক্রান্ত সন্দিহানসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি।

ঐতিহাসিকভাবে বেইজিং পারমাণবিক হুমকির কারণে তার অস্থিতিশীল প্রতিবেশীদের সঙ্গে জটিল সম্পর্ক জারি রাখে। উত্তর কোরিয়ার ক্ষেত্রেও চীনের নীতি বদলাবে না। এ কারণে রাশিয়ার সঙ্গে উত্তর কোরিয়ার ঘনিষ্ঠতাকে চীন ভালোভাবে নেবে না। ফলে পুতিন ও কিমের বৈঠক বেইজিং ও মস্কোর সম্পর্কে দাগ ফেলতে পারে।

এ ছাড়া চীন ভালো করেই জানে যে রাশিয়ার সঙ্গে তার এখন যে সুসম্পর্ক আছে, তা চিরস্থায়ী হবে না। পারমাণবিক শক্তিধর রাশিয়া একসময় তার জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে।

দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

সিমোন টিসডাল অবজারভারের পররাষ্ট্রবিষয়ক ভাষ্যকার

প্রথম নজর

আবহাওয়া খারাপ, ইলিশ না পেয়ে ফিরতে হচ্ছে মৎস্যজীবীদের

নকীব উদ্দিন গাজী ● সাগর

আপনজন: গভীর সমুদ্রে ইলিশ মাছ ধরতে গিয়ে ফিরে আসতে হচ্ছে খালি ট্রলার নিয়ে একদিকে আবহাওয়া খারাপ অন্যদিকে ইলিশের পরিবেশ তৈরি হয়নি, ফলে লক্ষ টাকার খরচ করে ইলিশ মাছ ধরতে গিয়েও ফিরে আসতে হয়েছে নামখানা কাকদ্বীপ ডায়মন হারবার সহ প্রায় তিন হাজারের বেশি ট্রলার গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গেছিল গত দুমাস বন্ধ থাকে ইলিশ মাছ ধরা, সরকারি সময়সীমা উঠে গেলেই গভীর সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল মৎস্যজীবীরা।

১৫ ই জুন সরকারি নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পরেই নামখানা কাকদ্বীপ পাথরপ্রতিমা ডায়মন্ড হারবার সহ ট্রলার নিয়ে গভীর সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল মৎস্যজীবীরা ।তবে সৃজনের প্রথম ইলিশ কিছু এলেও তা অগাধ দাম। মৎস্যজীবী , আরত মালিক ট্রলার মালিক আশাবাদী ইলিশ মাছ ভালো হবে। ডায়মন্ড হারবার নগেন্দ্র বাজারে প্রায় তিন থেকে চার টন ইলিশ মাছ এলেও তা পর্যাপ্ত পরিমাণে নয়। মূলত ইলিশ মাছ ধরতে গেলে যে উপযুক্ত পরিবেশ দরকার সেই উপযুক্ত পরিবেশ গভীর সমুদ্রের সৃষ্টি হয়নি, পূবালী হাওয়া ঝিরঝিরে বৃষ্টি না থাকার কারণে ইলিশ মাছ ধরা দিচ্ছে না জালে।

একদিকে নিম্নচাপের গরম অন্যদিকে বৃষ্টি না হওয়ার কারণে গভীর সমুদ্র থেকে খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে মৎস্যজীবীদের। তবে সিজনের প্রথমে এমনই হলেও এখনো অনেক সময় আছে তাই মৎস্যজীবীরা আশাবাদী আবহাওয়া কেটে গেলে ইলিশের দেখা মিলবে যতটুকু ইলিশ পেয়েছে তার দাম অত্যাধিক। যা আম বাঙালির সাধ্যের বাইরে।

রেল কর্তৃপক্ষের উচ্ছেদ নোটিশ, প্রতিবাদ বিক্ষোভে দোকানদাররা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: অমৃত ভারত গড়ার নামে কেন্দ্রীয় সরকার রেলের হকার সহ স্টেশন চত্বর এলাকার ফাঁকা জায়গায় গড়ে ওঠা দোকান উচ্ছেদের নোটিশ দিয়ে সরাসরি হাতে না মেরে ভাতে মারছে বলে অভিযোগ তুললেন উচ্ছেদের নোটিশ পাওয়া দোকানদারগন। শনিবার রেল কর্তৃপক্ষের সেই উচ্ছেদ নোটিশের প্রতিবাদে এদিন সকাল থেকে রামপুরহাট রেলপাড়ে সব্জি বাজার সহ অন্যান্য দোকান সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা হয় ব্যবসায়ী উন্নয়নের পক্ষ থেকে।

উল্লেখ্য রেল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে একটি নোটিশ দেওয়া হয়েছিল রেলের রাস্তার দুই ধারে বসবাসকারী ব্যবসায়ীদের জন্য। যে সকল রেলের রাস্তার দুই পাশে ব্যবসা করছে তাদের উঠে যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে।রেল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আরো জানানো হয়েছিল সকল দোকানপাট নিজের নিজের সরিয়ে নেওয়ার জন্য। আর যদি কথামতো দোকান না সরানো হয় তাহলে রেল কতৃপক্ষের পক্ষ থেকে যখন দোকানগুলো সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে সে সময় দোকানের কোনো রকম ক্ষয়ক্ষতি হলে কতৃপক্ষ কোন ক্ষতিপূরণ দেবো না।

সেই কথার প্রতিবাদেই এদিন বীরভূমের রামপুরহাট থানার অন্তর্গত রেল পাড়ের সবজি বাজারের দোকান বন্ধ করা হয় রেল পার ব্যবসায় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে। উচ্ছেদের নোটিশ প্রাপ্ত ব্যাবসায়ীদের বক্তব্য হঠাৎ বা পুনর্বাসন না দিয়ে যদি দোকান উঠিয়ে দেওয়া হয় তাহলে রুটি রুজির তাগিদে আমরা কোথায় যাব?

সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তথা প্রতিবাদের কর্মসূচি হিসেবে রামপুরহাট ছোট বাজারের রেলগেট থেকে মিছিল করে এসে রামপুরহাট রেল স্টেশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের কাছে একটি লিখিত ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয় রেল পারে বসবাসকারী সহ রেল পার ব্যবসায়ী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে।

লোক আদালতে একদিনে চার হাজার মামলার নিষ্পত্তি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বীরভূম

আপনজন: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা মামলার পাহাড় কমাতে সারাদেশ জুড়ে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় লোক আদালত।সেই হিসেবে শনিবার সারা দেশের সঙ্গে বীরভূমের সিউড়ী, রামপুরহাট ও বোলপুর আদালতে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় লোক আদালত। এদিন সারা জেলার ব্যাঙ্কের অনাদায়ী ঋণ, টেলিফোন, ইলেকট্রিক বিল, মোটর দূর্ঘটনা, পুলিশ কেস সহ মোট চার হাজার মামলার নিষ্পত্তি হয় এবং সাড়ে সাত কোটি টাকা আদায় হয়েছে বলে আদালত সূত্রে জানা গেছে। একদিনের মধ্যে এতগুলো মামলার নিষ্পত্তি হওয়াই স্বভাবতই আদালতের বিচারক থেকে বাদী বিবাদী সব পক্ষই খুশি ব্যাক্ত করেন।উল্লেখ্য ন্যাশানাল লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির নির্দেশানুযায়ী প্রতি তিন মাস অন্তর সমগ্র দেশব্যাপী সমস্ত আদালতেই লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয়। সেই মোতাবেক শনিবার বীরভূম জেলার তিনটি মহকুমা আদালতেই লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয়।বীরভূমের তিনটি মহকুমা আদালতে মোট ২৫ টি বেঞ্চ বসে বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় বলে জানা যায়।

এদিন বীরভূম ডিষ্ট্রিক লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির চেয়ারম্যান তথা জেলা জজ আরতি শর্মা রায় ও ডিষ্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির সচিব বিচারক সুর্পণা রায় লোক আদালতের বিভিন্ন শিবিরগুলি তদারকি করেন।একান্ত সাক্ষাৎকারে লোক আদালত সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের তথ্য সহ বিস্তারিত বিবরণ দেন ডিষ্ট্রিক্ট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির সচিব বিচারক সুর্পণা রায়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

যোধপুর পার্কের রেস্তোরাঁয় অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: সকালের পর ফের শনিবার সন্ধ্যেবেলায় দক্ষিণ কলকাতায় রেস্তোরাঁতে আগুন লাগে। দক্ষিণ কলকাতার যোধপুর পার্কে একটি রেস্তোরাঁয় সন্ধ্যে সোয়া ছ'টা নাগাদ আগুন লাগে। দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন আয়ত্তে আনে। ওই রেস্তো রাতে উপযুক্ত অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা ছিল না বলে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে।। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান শর্ট সার্কিট থেকে কোনভাবেই একতলার ওই রেস্তোরার স্টোর রুমে আগুন লাগে। আতঙ্কে যোধপুর পার্ক এলাকার বহু তলের বাসিন্দারা রাস্তায় নেমে আসে। সকালে গ্যাস্টিন প্লেসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর শনিবার সন্ধ্যায় যোধপুর পার্কে রেস্তোরাঁয় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ওই এলাকায়। তবে এই অগ্নিকাণ্ডে কোন হতাহতের খবর নেই। আপাতত ওই রেস্তোরাঁটি বন্ধ করে দিয়েছে দমকল বিভাগ ও পুলিশ।

আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে স্কুলে গিয়ে গ্রেফতার মুর্শিদাবাদের দুই ছাত্র, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: স্কুলের মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঢুকে কয়েকজন ছাত্র এবং নিরাপত্তারক্ষীকে ভয় দেখানোর অভিযোগে মুর্শিদাবাদের রেজিনগর থানার পুলিশ আন্দুলবেড়িয়া হাই স্কুলের দুই ছাত্রকে গ্রেফতার করল। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত দুই ছাত্রের নাম সন্তু ঘোষ এবং অনির্বান ঘোষ। ধৃত দুই ছাত্রের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র। যদিও ওই আগ্নেয়াস্ত্রের মধ্যে কোনও গুলি ছিল না বলেই প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে। ধৃত দুই ছাত্র ওই স্কুলের দশম শ্রেণীতে পড়ে। এই ঘটনার সাথে সংযুক্ত অন্য একটি ঘটনাতে আরও এক ছাত্রকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ আটক করেছে বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আন্দুলবেড়িয়া হাই স্কুলের কিছু ছাত্র সম্প্রতি বিভিন্ন ছাত্রের সাইকেলের সিট কভার চুরি করে নিচ্ছিল। বৃহস্পতিবার কয়েকজন ছাত্র একই কাজ করার সময় স্কুলের নিরাপত্তা রক্ষীর হাতে ধরা পড়ে যায়। এরপর ওই নিরাপত্তারক্ষী ছাত্রদেরকে কিছুটা বকাবকি করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনার পর ওই ছাত্ররা দল বেঁধে স্কুলের শিক্ষকদের কাছে ওই নিরাপত্তারক্ষীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান। অনেকের সন্দেহ সেই আক্রোশ থেকে নিরাপত্তরক্ষীকে ভয় দেখানোর জন্য আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে শনিবার দুই ছাত্র স্কুলে গিয়েছিল। স্কুলের এক শিক্ষক নাম না প্রকাশের শর্তে বলেন , শনিবার সকালে স্কুল শুরু হওয়ার পর ওই দুই ছাত্র শৌচাগারে গিয়ে একটি দেশি বন্দুক বার করে দেখছিল। সেই সময় অন্য কয়েকজন ছাত্র তা দেখে ফেলে শিক্ষকদেকে জানায়। এরপর কয়েকজন শিক্ষক তাড়া করে ওই দুই ছাত্রকে ধরে ফেলে এবং তাদের কাছ থেকে দেশি বন্দুক উদ্ধার হয়। এরপরই আমরা পুলিশে খবর দিই।

ওই শিক্ষক জানান-সন্তু স্থানীয় এক নেতার আত্মীয়। সে খুব কম দিন স্কুলে আসে। তবে অনির্বানের বিরুদ্ধে তেমন কোনও অভিযোগ আগে আসেনি।

রেজিনগরের তৃণমূল বিধায়ক রবিউল আলম চৌধুরী বলেন," প্রায় ১১০ বছরের পুরনো ওই স্কুলে কিছু ছাত্র সম্প্রতি বিভিন্ন ধরনের বেআইনি কার্যকলাপের সাথে জড়িয়ে পড়েছে। ওই ছাত্ররা স্কুল শেষ হয়ে যাওয়ার পরও স্কুলে বসে থাকে এবং অনেকেই স্কুলের ভেতরে মদ্যপান করে বলে আমি জানতে পেরেছি। বিষয়টি স্কুলের নিরাপত্তারক্ষীর নজরে আসার পর তিনি ওই ছাত্রদেরকে বাধা দিয়েছিলেন। সম্ভবত সেই আক্রোশ থেকেই ওই দুই ছাত্র স্কুলে নিরাপত্তারক্ষীকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্য নিয়ে স্কুলে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এসেছিল বলে, আমার অনুমান।"এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে ওই স্কুলে।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল যাত্রীবোঝাই বাস, শিশুসহ জখম সাত

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়ার নটিয়াল মোল্লারচক এলাকায় রাজ্য সড়কের পাশে উল্টে গেল বেসরকারি একটি যাত্রীবাহী বাস। সাগরপাড়াগামী বেসরকারি বাস নটিয়াল মোল্লারচক এলাকায় হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়।

ঘটনার পর নটিয়াল মোল্লারচক এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। প্রচন্ড আওয়াজ শুনতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠায়। বহরমপুর থেকে সাগরপাড়ার দিকে যাচ্ছিল বাসটি সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি রাস্তার বামদিকে উল্টে যায়। বাসের ভিতর কমপক্ষে ২০ জন যাত্রী ছিল বলে সূত্রে জানাযায়। ছয় থেকে সাতজন জখম বলে জানা গিয়েছে। একজন শিশু গুরুতরভাবে জখম হয়েছে বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে গোধনপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে গুরুতরভাবে জখম শিশুকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কি কারনে এই দুর্ঘটনা তা পরিস্কার নয়।

তবে স্থানীয় বাসিন্দারা জানান,মোটর সাইকেল আরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার বামদিকে উল্টে যায় যাত্রী বোঝায় বাস। ওই জায়গায় ভিড় জমান স্থানীয় বাসিন্দারা। রাস্তার ওপর যানজটের সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে সাগরপাড়া থানার ওসি সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জেসিবি এর সাহায্যে উল্টে যাওয়া বাসটি কে উদ্ধার করে পুলিশ প্রশাসন।

পুলিশের মাদক বিরোধী দিবস উৎযাপন

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

আপনজন: শনিবার ছিল আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস।এই বিশেষ দিন উপলক্ষে কলকাতা পুলিশের তরফে সর্বত্র বিভিন্ন রকম সামাজিক সচেতনতা মূলক কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিন যাদবপুর থানার উদ্যোগে সুলেখা মোড়েও মাদক বিরোধী দিবস নিয়ে বিশেষ একটি সভা ও সচেতনতা মূলক কর্মসূচিতে বিশাল বর্ণাঢ্য একটি শোভা যাত্রা বের হয়। মিছিলে পা মিলিয়েছিলেন বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা। হাজির ছিলেন সাধারণ মানুষও। মাদক সেবন এমন একটি ভয়ানক প্রবনতা যেটি মানুষকে ধংস করে দেয়, সেই কথাগুলোই বলেন পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা। উপস্থিত ছিলেন ডিসি এসএস ডি শ্রীমতী বিদিশা কলিতা(আই পি এস),এসি ওয়ান এস এস ডি -এস, বি, মান্না ও এসি টু বিধান সাহা, যাদব পুর থানার ওসি মৃনাল মুখার্জী, এডিশনাল ওসি অরিন্দম পান্ডা প্রমুখ।

হিঙ্গলগঞ্জ কলেজে কর্মমুখী কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ে 'জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০২০' অনুসারে অনুষ্ঠিত হল একদিনের রাজ্যস্তরীয় কর্মমুখী কর্মশালা। চাঁদপাড়ার নিরমা নিটিং সেন্টারের সহযোগিতায় এদিনের কর্মশালা উদ্বোধন করতে গিয়ে অধ্যক্ষ ড. শেখ কামাল উদ্দীন জানান, 'নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ইন্টার্নশিপ করা বাধ্যতামূলক। তারই অঙ্গ হিসেবে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়।' এদিনের কর্মশালায় নিরমা নিটিং সেন্টারের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অভিজিৎ টিকাদার তাদের সংস্থায় কোন্ কোন্ বিষয়ে ইন্টার্নশিপ করার সুযোগ আছে এবং ইন্টার্নশিপ করলে কি কি সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় তার বিস্তৃত বর্ণনা করেন।' এছাড়াও তিনি হিঙ্গলগঞ্জকে কেন্দ্র করে একটি পোশাক শিল্প তৈরির কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব দেন। কলেজের কেরিয়ার কাউন্সেলিং ও জব অরিয়েন্টেশন সেলের পক্ষে অধ্যাপক নীলাদ্রিশেখর সিংহ অতিথিদের স্বাগত জানিয়ে এই কর্মশালা আয়োজনের গুরুত্ব সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের অবহিত করেন। কর্মশালায় বিভিন্ন সেমিস্টারের প্রায় ৭০ জন ছাত্রছাত্রীসহ শিক্ষক ও শিক্ষককর্মীরাও অংশগ্রহণ করেন। অন্যান্যদের মধ্যে এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন ড. সোহেল রানা সরকার, পারমিতা হালদার, প্রশান্ত চক্রবর্তী, তাপস দাস, সমরেশ সরদার, বিকাশ দাস, সঞ্জয় পাল, প্রসেনজিৎ নাথ, দেবাশীষ চন্দ্র, মাধবী রায়, প্রমুখ।

এনডিএ সরকার অভিশপ্ত, নিট কেলেঙ্কারি তার প্রমাণ: জয়প্রকাশ

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: এনডিএ সরকার একটি অভিশপ্ত সরকার। নিট কেলেঙ্কারি তার প্রমাণ। এই সরকারকে মানুষ বাতিল করেছে। নিট কেলেঙ্কারির টাকা নিয়ে বিজেপি সরকার ভোট করিয়েছে। মমতা ব্যানার্জি ৫৬ ইঞ্চি ছাতিকে ৩২ ইঞ্চিতে পরিণত করে দিয়েছেন। শুভেন্দু অধিকারী রাজভবনের নাটক করছেন , শুভেন্দু অধিকারের সঙ্গে বিজেপি ও নেই তিনি প্রচারে থাকতে চাইছেন তার দিন শেষ।তিনি এবার প্রাক্তন বিধায়ক হয়ে যাবেন। পূর্ব বর্ধমানের এক বৃহত্তম রক্তদান শিবিরে এসে এই কথাগুলি বললেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার। পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেল এর উদ্যোগে ঐতিহাসিক টাউনহলে বিশাল রক্তদান উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই রক্তদান শিবিরে কয়েক হাজার মানুষ রক্ত দান করেন। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অগণিত নারী পুরুষ বর্ধমানের টাউনহলে এসে রক্ত দান করেন এ রক্তদান শিবিরকে উদ্বুদ্ধ করতে উপস্থিত হয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি,রায়নার বিধায়িকা শম্পা ধারা, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের পরিবেশ জনস্বাস্থ্য কর্মদক্ষ বিশ্বনাথ রায়, প্রাক্তন বিধায়ক উজ্জ্বল প্রামাণিক, জেলা পরিষদের মেন্টর মোঃ ইসমাইল, পূর্ব বর্ধমান তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি স্বরাজ ঘোষ, বর্ধমান পৌরসভার একাধিক কাউন্সিলর সহ সেহারা বাজার রহমানিয়া ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সম্পাদক হাজী কুতুব উদ্দিন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এই অনুষ্ঠান রক্তদান শিবির উপস্থিত হয়েছিলেন। পূর্ব বর্ধমানের বিশিষ্ট সমাজসেবী আশরাফ উদ্দিন বাবুর উদ্যোগে এই রক্তদান শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয়। কয়েকদিন আগে আশরাফউদ্দিন বাবুকে ১১৩ বার রক্তদান করায় রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে বিশেষভাবে সম্মানিত হন। আশরাফ উদ্দিন বাবু রক্তদান শিবির দেশে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। দেশে এরকম ব্যক্তি খুব কমই পাওয়া যাবে।

যানজট সমস্যা দূরীকরণে পরিদর্শনে প্রশাসন কর্তারা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: শহরের যানজট ও জবরদখল সমস্যা সরেজমিনে যৌথভাবে পরিদর্শনে মালদা জেলা প্রশাসন ও পৌরসভা।

শনিবার দুপুর বারোটা নাগাদ মালদা শহরের রথবাড়ি, রবীন্দ্র এভিনিউ, আইটিআই মোড়, ঘোড়াপীর মোড় সহ শহরের মূল প্রবেশদ্বার গুলিতে অভিযান চালায় জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। বিগত দিনে শহরে যানজট এবং জবর দখলকারী নিয়ে সমস্যায় ভোগেন শহরের মানুষ। শহরের বেশিরভাগ ফুটপাত দখলের অভিযোগ তোলেন শহরবাসী। প্রায় দিনই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে যানজটের সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়েন পথ চলতি মানুষেরা। শহর যানজট ও জবরদখল মুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয় উচ্চ দপ্তর থেকে। উচ্চ দপ্তরের নির্দেশ পেয়ে শনিবার এলাকা পরিদর্শন করেন উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। উপস্থিত ছিলেন, ডিএসপি ট্রাফিক সুশীল গুরুং, পরিবহন দপ্তরের আধিকারিক সুরজ কুমার দাস, ইংরেজ বাজার পৌরসভার কাউন্সিলর শুভময় বসু, গৌতম দাস, প্রসেনজিৎ ঘোষ সহ অন্যান্য আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা। জেলা প্রশাসন, ট্রাফিক ও পরিবহন দপ্তরের আধিকারিক ও পৌরসভার কাউন্সিলররা যৌথভাবে এদিন অভিযান চালায়। পরিস্থিতি বুঝে যানজট ও জবরদখল মুক্ত করতে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলে জানা গিয়েছে।

ব্রাজিলের তরুণী বাঙালি বধূর সাজে

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: বাঙালি বধুর সাজে ব্রাজিলিয়ান তরুণী বিয়ে করল নবদ্বীপের কার্তিককে।আর পাঁচটা সাধারণ বিয়ের মতোই বাঙ্গালী বধুর সাজে সেজে সুদূর ব্রাজিল থেকে আসা তরুনী নবদ্বীপের পাত্র কার্তিক মণ্ডলের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল। প্রায় ছয় বছর আগে থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় আলাপ। তারপর দীর্ঘ প্রেম। আর প্রেমের টানেই সুদূর ব্রাজিল থেকে চৈতন্য ভূমি তীর্থনগরী নবদ্বীপের ফরেস্ট ডাঙ্গায় ছুটে এসেছেন ব্রাজিলিয়ান তরুণী। বাঙালি রীতি নীতি মেনে বাঙালি বধূর সাজে দুচোখ পান পাতা দিয়ে ঢেকে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন ব্রাজিলিয়ান তরুণী। গান্ধর্ব মতে শুভদৃষ্টি থেকে শুরু করে হস্ত বন্ধন মালা বদল থেকে সিঁদুর দান সবই হল।

বাগদায় তৃণমূলের প্রচারে শিক্ষক সংগঠন

এম মেহেদী সানি ● বাগদা

আপনজন: আসন্ন বাগদা বিধানসভার উপ-নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মধুপর্না ঠাকুরের সমর্থনে নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হল হেলেঞ্চায়।

তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনের নেতা-কর্মীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি ও বিধায়ক তৃণমূল নেতা নারায়ণ গোস্বামী, উত্তর ২৪ পরগনা প্রাইমারি শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান ও তৃণমূল নেতা দেবব্রত সরকার, রাজ্যসভার সংসদ তৃণমূল নেত্রী মমতাবালা ঠাকুর সহ বনগা সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস প্রমুখ । সভা থেকে প্রার্থী মধুপর্ণা ঠাকুর জয়ের ব্যাপারে পূর্ণ আশা ব্যক্ত করেন।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- প্রবন্ধ: ইখওয়ান-আস সাফা: মধ্যযুগে জ্ঞানচর্চার গুপ্ত সংগঠন
- নিবন্ধ: সোনার চেয়েও মূল্যবান দারুচিনি যেভাবে সাধারণ মসলা হয়ে উঠলো
- বিশেষ নিবন্ধ: একাগ্রতার সঙ্গে চাই নৈতিকতা
- ধারাবাহিক গল্প: রূপা এখন একা
- ছড়া-ছড়ি: বৃষ্টি ভেজা রাজপথে

মধ্যযুগে জ্ঞানচর্চার গুপ্ত সংগঠন

ইখওয়ান-আস সাফা

পুরো নাম ‘ইখওয়ানুস-সাফা ওয়া খোল্লানাল-ওয়াফা ওয়া আহলুল-হামদ্ ওয়া আবনাউল-মাজদ্’। সহজ বাংলায় ‘পবিত্র ভ্রাতৃসংঘ, বিশ্বস্ত বন্ধু, প্রশংসিত পরিবার এবং মহত্ত্বের সন্তানগণ’। খুব সংক্ষেপে পবিত্র ভ্রাতৃসংঘ বা ইখওয়ান আস সাফা বলে অভিহিত করা হয়। লিখেছেন **আহমেদ দীন**।

একঝাঁক ঘুঘু শিকারির পাতা ফাঁদে আটকে পড়লো। পরিস্থিতিটা হতবুদ্ধি করার মতো। কিন্তু উপায় বের করতে খুব বেশি দেরি হলো না। সবাই মিলে জালসহ উড়ে গেলো ইঁদুরের কাছে। আর তা কেটে মুক্ত করে দিলো ইঁদুর। ধীরে ধীরে ইঁদুরের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো কাক, কচ্ছপ এবং হরিণের। তার কিছুদিন পর হরিণটা এক শিকারির জালে আটকে গেলো। ইঁদুর এসেই মুক্ত করলো যথারীতি। দ্রুত পালাতে না পেরে শিকারির হাতে ধরা খেলো বন্ধু কচ্ছপ। এমতাবস্থায় হরিণটা আবার এগিয়ে এসে শিকারির মনোযোগ নিজের দিকে সরিয়ে নিলো। সেই সুযোগে কচ্ছপটাকে মুক্ত করে নিলো ইঁদুর এবং অন্যান্যরা। এরপর থেকে এই প্রাণীর দলটা পরিচিতি পেলো “ইখওয়ান আস সাফা” বা পবিত্র ভ্রাতৃসংঘ হিসাবে।

গল্পটা আবদুল্লাহ ইবনে আল মুকাফফার (মৃত্যু ৭৫৬ খ্রি.) গ্রন্থ “কালিলা ওয়া দিমনা” হতে নেয়া। যা তিনি অনুবাদ করেছিলেন প্রাচীন ভারতীয় নীতিগল্পের সংকলন পঞ্চতন্ত্র থেকে। সে যা-ই হোক, কালিলা ওয়া দিমনায় উদ্ধৃত নাম গ্রহণ করে দশম শতকের দিকে বসরায় প্রতিষ্ঠিত হয় এক গুপ্ত দার্শনিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক গোষ্ঠী- ‘ইখওয়ান আস সাফা’। মুসলিম চিন্তার ইতিহাসে তাদের আবির্ভাব নতুন যুগের সূচনা ঘটায়। পিথাগোরাস, প্লেটো এবং এরিস্টটলের দর্শনের সাথে কোরআন ও মুসলিম চিন্তকদের মধ্যে সামঞ্জস্য আনায় তাদের প্রচেষ্টা অভূতপূর্ব।

যেখান থেকে শুরু

আব্বাসীয় যুগকে বলা হয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগ। বিশেষত হারুন অর রশিদ (৭৮৬-৮০৯) এবং আল মামুন (৮১৩-৮৩৩) এর যুগে ভারত থেকে গ্রিস পর্যন্ত প্রাচীন গ্রন্থিত চিন্তাকে একত্রিত করা হয়। বায়তুল হিকমাকে কেন্দ্র করে বাগদাদে শুরু হয় নতুন স্রোতের। তার প্রতিক্রিয়ায় ৯০৯ সালে ঘটে মিশরে শিয়া ফাতেমীয়দের উত্থান। প্রায় একই সময়ে স্পেনে চলছে সিরিয়া থেকে একসময় বিচ্যুত উমাইয়া রাজত্ব। মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তার এমন দ্বিধাগ্রস্থ সময়ে ৯৮০-৮২ সালের দিকে মঞ্চে আসে ইখওয়ান-আস সাফা। গোড়ায় ধর্মীয় রাজনৈতিক গোষ্ঠী হিসাবে তাদের আবির্ভাব ঘটলেও আস্তে আস্তে দর্শনের দিকে ঝুকে পড়ে।

পুরো নাম ‘ইখওয়ানুস-সাফা ওয়া খোল্লানাল-ওয়াফা ওয়া আহলুল-হামদ্ ওয়া আবনাউল-মাজদ্’। সহজ বাংলায় ‘পবিত্র ভ্রাতৃসংঘ, বিশ্বস্ত বন্ধু, প্রশংসিত পরিবার এবং মহত্ত্বের সন্তানগণ’। খুব সংক্ষেপে পবিত্র ভ্রাতৃসংঘ বা ইখওয়ান আস সাফা বলে অভিহিত করা হয়।

নিজেদের ব্যাপারে তাদের অভিমত হলো-

এই ভ্রাতৃত্ব সকল স্বার্থপরতার উর্ধ্বে উঠে পরস্পরকে সহযোগিতা করা। দুর্দশামুক্ত করা কিংবা উপদেশ। যদি কেউ দেখতে পায় নিজেকে কুরবানি দিলে ভাইয়ের মঙ্গল হবে, তবে সে তা-ই করবে স্বেচ্ছায়।

গঠনতন্ত্র ও পদবী

ইখওয়ান আস সাফার পুরো কার্যক্রম চলতো গোপন রহস্যময়তার চাদরের আড়ালে। দীর্ঘদিন অধ্যবসায় আর পরিশ্রমের ভেতর দিয়ে যেতে হতো প্রতি সদস্যকে। পুরো ক্ষমতাকে তারা বিভাজিত করেছিলো সুষমভাবে। এজন্য প্রায়ই বয়সকে মাপকাঠি হিসাবে বিবেচনা করা হতো। গোটা সংগঠন বিন্যস্ত ছিলো চারটি ক্রমিক পদে।

প্রথম স্তরে শিক্ষানবীশ। ১৫ থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত বছরের যুবক। তাদেরকে শিক্ষকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও বাধ্যতার শিক্ষা দেয়া হতো। এদের বলা হতো আল আবরার ওয়াল রুহামা বা গুণী ও দয়ালু। দ্বিতীয় স্তরে থাকতো পরিণতরা। ৩০ থেকে ৪০ বছর বয়সের এই ব্যক্তিদের পার্থিব শিক্ষা ও বস্তুর সাদৃশ্য-আনুমানিক জ্ঞান দেয়া হতো। এছাড়া পেতো রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিয়ে প্রায়োগিক জ্ঞান। আখ্যা দেয়া হতো আল আখিয়ার ওয়াল ফুদাল বা উত্তম ও মঙ্গলজনক হিসেবে। তৃতীয় ধাপে অন্তর্ভুক্ত ছিলো ৪০-৫০ বছরের ব্যক্তিরা। বস্তুজগতে ঐশী বিধানাবলি অনুধাবনের চর্চা করতেন তারা। তাদের বলা হতো আল ফুদালা ওয়াল কিরাম বা মঙ্গলময় ও সম্মানিত। সর্বশেষ স্তরে যেতে কমপক্ষে ৫০ বছর হওয়ার শর্ত ছিল। এই স্তর ইতিহাসের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ এবং দার্শনিকদের স্তর। তিনি প্রজ্ঞা ও তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী। সক্রেটিসের মতো ব্যক্তিদের স্তর। একে বলা হতো আল মারতাবাতুল মালাকিয়া বা ফেরেশতার স্তর।

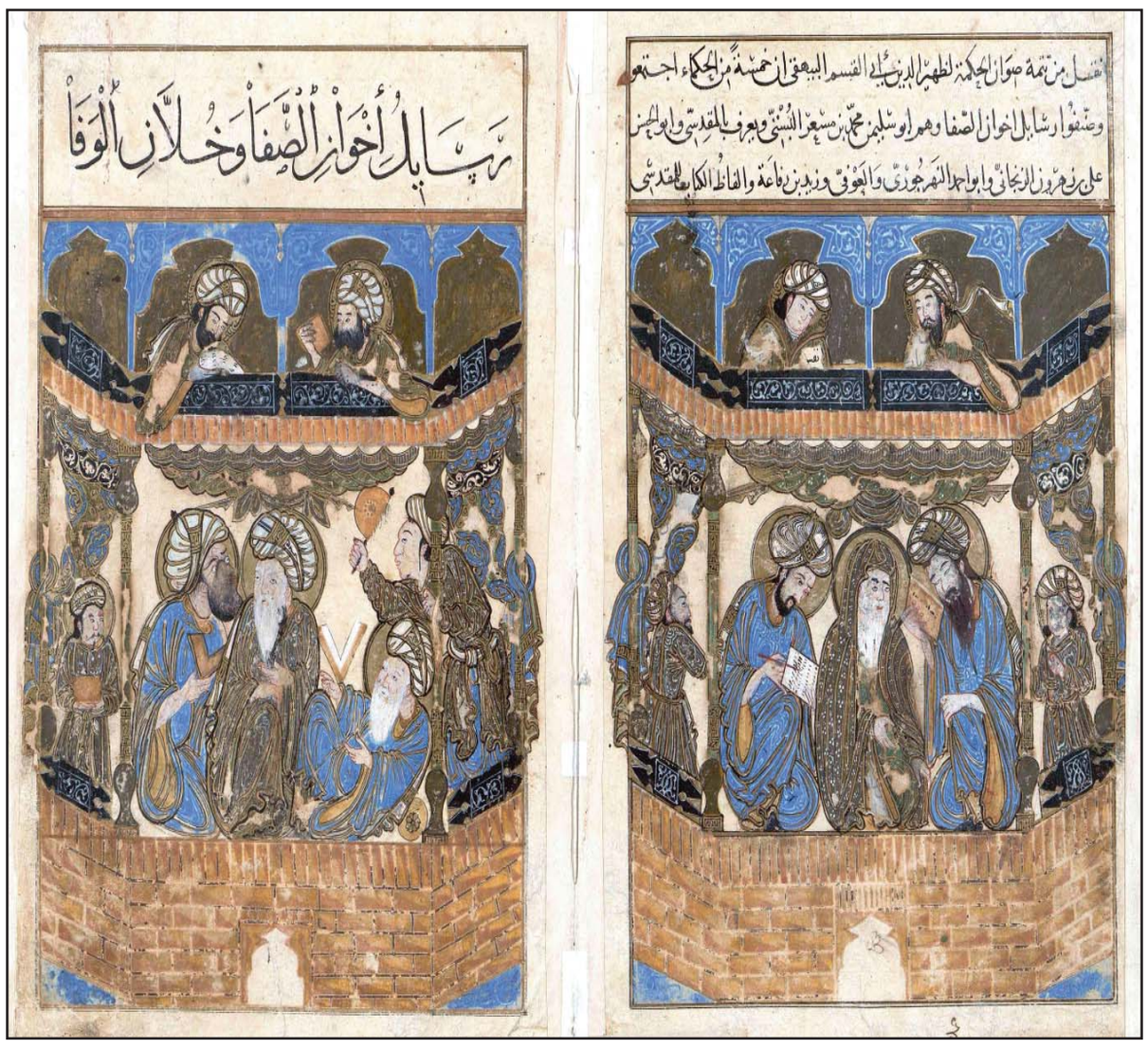

সমাবেশ ও কার্যপ্রণালি

দলের সদস্যরা গোপনে তাদের অধিনায়ক যায়েদ বিন রিফার গৃহে মিলিত হতো। মাসে তিনবার। প্রথমদিকে একবার কেবল বক্তব্য প্রদান এবং প্রয়োজনীয় বিধানাবলির জন্য। মাসের মাঝামাঝি বসতে হতো জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে আলোচনার জন্য। শেষমেশ মাসের ২৫ তারিখ বা তার কাছাকাছি কোনদিন বসা হতো দার্শনিক বিষয়াবলি বিশ্লেষণের নিমিত্তে। এসময় তারা কিছু ইবাদতও করতো। তাদের একক ব্যক্তিপরিচয় গোপন থাকতো। এ প্রসঙ্গে তাদের লিখিত বিশ্বকোষের চতুর্থ খণ্ডে নিজেদের আসহাবে কাহাফের সাথে তুলনা করেছেন। তাদের মতে,

মানুষের থেকে গোপনে থাকাটা পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান অনাচারের জন্য না। বরং আল্লাহ তাদেরকে যে নেয়ামত (জ্ঞান) দিয়েছেন, তাকে বাকি পৃথিবী থেকে সংরক্ষণ করার বাসনা। (রাসায়েলে ইখওয়ানুস সাফা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৬)

ইখওয়ান আস সাফার সদস্যদের বিশ্বাস ছিলো তৎকালীন ধর্মীয় বিধান ও কার্যাবলি ত্রুটিপূর্ণ। ভুল ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত হবার জন্য বিশুদ্ধ গবেষণা ও সামঞ্জস্য আনা প্রয়োজন। ধর্ম সাধারণ মানুষের জন্য। কিন্তু ধর্মের বাহ্যিক আবরণের নিচে যে দার্শনিক সত্য লুকায়িত, তা কেবল পণ্ডিতেরাই বুঝতে পারবে। তাই প্রথাগত পণ্ডিত ও শাসক গোষ্ঠী থেকে তারা গোপনীয়তাই বেছে নিয়েছিলো।

কিছু মুখ পরিচিতি

ইখওয়ান আস সাফার সদস্যদের সত্যিকার পরিচিতি প্রায়ই ধোঁয়াশাপূর্ণ। যুগের পর যুগ ধরে তারা নিজেদের লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখে জ্ঞানচর্চা করে গেছেন। তারপরেও আবু হাইয়ান আল তাওহীদী (৯২৩-১০২৩ খ্রি) তার “কিতাবুল ইমতিয়া ওয়াল মুয়নাসাত”-এ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেছেন।

তাদের মধ্যে আবু সোলাইমান আল বুশতি অন্যতম, যিনি আল মুকাদ্দাসি নামে ইতিহাসে পরিচিত। এছাড়া আছে আলি ইবনে হারুন আল জানজানি, মুহম্মদ আল নাহরাজুরি, আল আওফি, যায়েদ ইবনে রিফাহ, আবু আহমদ প্রমুখ। (মারকুয়েট, পৃষ্ঠা ১০৭১)

রচনা সংকলন

তাদের সবথেকে বড় অবদান রাসায়েলে ইখওয়ানুস সাফা। এর মধ্যে মোট ৫২টি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। তার মধ্যে ১৪টি যুক্তিবিদ্যার সমস্যাবলি নিয়ে, ১০টি অধিবিদ্যা নিয়ে, ১১টি সুফিবাদ ও জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে, ১৭টি প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, আবহাওয়াতত্ত্ব, ভূগোল প্রভৃতি নিয়ে আলোচিত হয়েছে। বিশ্লেষণ করা হয়েছে নীতিবিদ্যা, সংখ্যাতত্ত্ব, মনোবিদ্যা এবং পরকাল নিয়ে।

মূলত দশম শতক পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিকাশ এই সংকলনে বিম্বিত হয়েছে। এজন্য একে দর্শন ও বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ বললে ভুল হবে না। এছাড়া বিক্ষিপ্ত কিছু লেখাও পাওয়া যায়।

দর্শন ও চিন্তাধারা

নিও পিথাগোরিয়ানদের পর ইখওয়ান আস সাফাই সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করে। তাদের মতে, সংখ্যা সর্বোচ্চ স্তরের জ্ঞান। ধর্ম, ইতিহাস, ব্যাকরণ, কাব্য প্রভৃতি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি জন্মালেই সংখ্যাতত্ত্বের তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়। গণিত সংখ্যার বিশুদ্ধ বিজ্ঞান এবং জ্যামিতি গণিতের অংশ। দুই-ই আত্মাকে উর্ধ্বতন আধ্যাত্মিক সত্তার জ্ঞানের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। জ্যোতির্বিদ্যায় তাদের চিন্তাধারা অনেক বেশি কল্পনাপ্রসূত। যুক্তিবিদ্যাকে তারা পদার্থবিজ্ঞান ও অধিবিদ্যার মাঝামাঝি রাখার পক্ষপাতি। তাদের মতে, পদার্থবিদ্যা বস্তুজগৎ নিয়ে এবং অধিবিদ্যা অতীন্দ্রিয় জগৎ নিয়ে আলোচনা করে। যুক্তিবিদ্যায় তাদের বক্তব্যে এরিস্টটলের ছাপ স্পষ্ট। মনোবিজ্ঞানের আলোচনা করতে গিয়ে তারা বলেছেন, প্রত্যেকটি মানুষ একটি ক্ষুদ্র জগৎ এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক অতিকায় মানুষের মতো। প্রতিটি মানুষের আত্মাকে এক করে দেখলে পাওয়া যায় নিরপেক্ষ মানুষ বা মানবতার শক্তি। জন্মের পর শিশুর আত্মা সাদা শ্লেটের মতো থাকে। পাঁচ ইন্দ্রিয় দিয়ে মানুষ যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তা বিশ্লেষণের পর জমা হয় মস্তিষ্কের সামনে, মধ্যে বা পেছনে। শ্রবণ ও দৃষ্টির সমন্বয়ে গঠিত হয় বুদ্ধিপ্রসূত ইন্দ্রিয়সমূহ। তাই ইতর প্রাণীর মতো মানুষের ইন্দ্রিয় থাকলেও তার স্বকীয়তা দিয়েছে চিন্তা ও বুদ্ধিশক্তি। বুদ্ধির দ্বারাই মানুষ কথা বলে, বিচার করে, শুভ-অশুভ, ভালো-মন্দের তফাৎ করতে পারে। প্রত্যেক মানুষের উচিৎ জাগতিক নিয়ম কানুনের দিকে লক্ষ্য রেখে বুদ্ধিমান জীবন-যাপন করা। তবে সর্বোচ্চ পন্থা হলো পরমাত্মার প্রতি প্রেম। আত্মার মুক্তি ও আনন্দের জন্য সাধনা করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

ইখওয়ান আস সাফা পৃথিবী সৃষ্টি নিয়ে নব্য প্লেটোবাদীদের বিকিরণ মতবাদ (Emanation Theory) ব্যাখ্যা করে। সৃষ্টিপ্রক্রিয়া নিয়ে তাদের ধারণা ছিলো অনেকটা বিবর্তনবাদের কাছাকাছি।

ইসমাইলীয় বিতর্ক

বলা বাহুল্য, উম্মাহের নেতৃত্ব নিয়ে মতপার্থক্যের কারণে অনেক আগে থেকেই মুসলমানরা শিয়া ও সুন্নি দুটি ভাগে বিভাজিত। ইসমাইলীয়রা এই শিয়াদেরই একটা উপভাগ, যারা সাত ইমামে বিশ্বাস এবং ধর্মের নিগূঢ় অর্থ উদ্ভাবনে গুরুত্ব দিতো।

আধুনিক চিন্তাবিদদের অনেকেই ইখওয়ান আস সাফার লেখায় ইসমাইলীয় শিয়া মতবাদের গন্ধ খুঁজে পান। রিচার্ড নেট্টনের মতে, ইখওয়ান আস সাফার কোরআন ও হাদিস ব্যাখ্যা করার পদ্ধতিতে ইসমাইলীয় বাতেনি মতবাদের আমেজ আছে। (Muslim Neoplatonists, London, 1982, Page- 80)

কাছাকাছি প্রসঙ্গ তুলে এনে মারকুয়েট বলেন,

এ নিয়ে আসলে বিতর্ক করার অবকাশ নেই। তাদের লেখা সেই সময়কার ইসমাইলীয় মতবাদকেই প্রতিফলিত করে। (Encyclopaedia of Islam, 1960, Page- 1071)

আবুল মা'লি হাতিম বিন ইমরান বিন যুহরা (মৃত্যু-১১০৪) তার আল উসুল ওয়াল আহকাম গ্রন্থে লিখেছেন, ইসমাইলীয় দায়ীগণ দীর্ঘ নিবন্ধ লেখার সময় একে অপরকে সাহায্য করতো। এভাবে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ৫২টি নিবন্ধ পাওয়া যায়। এ থেকে সূত্র পাওয়া যায় ইখওয়ান আস সাফা ইসমইলীয় মতবাদের সমর্থক ছিলো। আবার তাদের গ্রন্থ রাসায়েলে ইখওয়ান আস সাফার ২৩ তম নিবন্ধে বলা হয়,

জেনে রাখুন, আমাদের মধ্যে রাজা, রাজপুত্র, খলিফা, সুলতান, মন্ত্রী, প্রশাসক, রাজস্ব কর্মকর্তা, কোষাধ্যক্ষ, চাকরিজীবি, অভিজাত, রাজার অমাত্য এবং সেনা কর্মকর্তা আছে। সেই সাথে আছে ব্যবসায়ী, শিল্পী, কৃষক ও নির্মাতা। সব ধরনের গুণের অধিকারী থেকে জানা অজানা জ্ঞানের সকল শাখার পণ্ডিতেরা।

এবং তারপর

বাগদাদের রাজনৈতিক অস্থিরতা, ফাতেমীয়দের ভেতরেই বিভাজনের টানাপোড়েন, ধর্মীয় উগ্রবাদীদের প্রাদুর্ভাব প্রভৃতি প্রতিবন্ধকতার কারণেই খুব বেশি অগ্রগতি লাভ করতে পারেনি। গোপন সংগঠন এবং প্রচুর অধ্যবসায়ের ভেতর দিয়ে টিকে থাকার মানসিকতাও হারিয়ে ফেলে অনেকেই। এছাড়া ধর্মতাত্ত্বিক মতবিরোধমূলক আলোচনা বৃদ্ধির সাথে সাথে দার্শনিক জ্ঞানচর্চা উপেক্ষিত হতে থাকে। ইখওয়ান আস সাফাও সক্রেটিস, পিথাগোরাস, প্লেটো এবং এরিস্টটলের মতবাদ পর্যালোচনায় অতিমাত্রায় জোর দিয়ে নিজস্বতা হারিয়ে বসে। যার পরিণাম ইতিহাসের মঞ্চ থেকে তাদের প্রস্থান। এখন পর্যন্ত ইখওয়ান আস সাফার সংকলন রাসায়েলে ইখওয়ান আস সাফা- মধ্যযুগে মুসলিম জ্ঞানচর্চার অন্যতম বিশ্বকোষ বলে গণ্য করা হয়।

সোনার চেয়েও মূল্যবান দারুচিনি যেভাবে সাধারণ মসলা হয়ে উঠল

ফৈয়াজ আহমেদ

মসলা ছাড়া রান্নার কথা ভাবাই যায় না, সুগন্ধি মসলা ছাড়াতো নয়ই। আর এই সুগন্ধি মসলার তালিকায় প্রথম সারিতেই দারুচিনির নাম উঠে আসে। মসলার জগতে দারুচিনি একটি প্রসিদ্ধ নাম। এটা ছাড়া যেন, যে কোনো শাহী রান্না অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যেমন পোলাও, কোরমা, রোস্ট, মাংস, বিরিয়ানি, সেমাই ইত্যাদি রান্না করার কথা ভাবাই যায় না। দারুচিনি আমাদের রান্নার অনেকখানি জুড়ে আছে। রান্নার স্বাদ ও সুগন্ধ বাড়াতে এর জুড়ি নেই। দারুচিনি সুগন্ধযুক্ত একটু ঝাঁঝালো মসলা। অনেকের ধারণা আমাদের এই বিশ্বের সবচেয়ে বেশি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ভেষজ দারুচিনি। এর স্বাদ এবং সুগন্ধির জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রায় বিশ্বের প্রত্যেক দেশেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। দারুচিনির বৈজ্ঞানিক নাম: Cinnamomum verum; এরা Lauraceae পরিবারের সদস্য।

দারুচিনির অতীত ইতিহাস খুব সমৃদ্ধ। এটা অতি প্রাচীনকালের একটি মসলা। প্রায় চার হাজার বছর আগে বিশ্বে দারুচিনির সন্ধান পাওয়া যায় মিসরে। সেখান থেকে আস্তে আস্তে আরবদেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। আরবরা সেই সময়ে স্থলপথে বাণিজ্যের জন্য দারুচিনি ইউরোপে নিয়ে যেত, এবং তাদের কাছে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করতো। একমাত্র ইউরোপিয়ান ধনীরা এই দারুচিনি ক্রয় করতে পারতো। কারণ এ মসলার দাম প্রাচীন মিসরে সোনার চেয়েও বেশি ছিল! তারা দারুচিনি দিয়ে পারফিউম তৈরি করতো এবং শীতের জন্য মাংস সংরক্ষণ করে রাখতো।

ইতিহাসবিদরা বলে থাকেন, তিনশ পঞ্চাশ গ্রাম দারুচিনির মূল্য সে সময়ে পাঁচ কেজি রূপার দামের সমান ছিল। অবাক হচ্ছেন? দারুচিনির বহুমূল্য অবস্থান থেকে আজকের আটপৌরে জীবনযাত্রা অবাক করার মতোই। দারুচিনির এই আকাশছোঁয়া দামের জন্য অবশ্য ঐতিহাসিকেরা মূলত দায়ী করেন এর দুর্লভতাকে।

ইউরোপিয়ানরা অনেক চেষ্টা করেও আরবদের কাছ থেকে জানতে পারেনি তারা কীভাবে দারুচিনি পেত। আরবরা তাদের কাছে নানা ধরনের গল্প বানিয়ে বলতো। ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করার পর রানি ইসাবেলাকে জানায়, সে আমেরিকায় দারুচিনির সন্ধান পেয়েছে; তার নমুনাও পাঠায় তাকে। কিন্তু পরে প্রমাণিত হয়, ওটা আসলে দারুচিনি ছিল না।

১৫১৮ সালে পর্তুগিজ বণিকগণ সিংহল অর্থাৎ এখনকার শ্রীলঙ্কায় এসে দারুচিনি আবিষ্কার করে। তারা সিংহল রাজ্য দখল করে দারুচিনির বাণিজ্য নিজেদের দখলে নেয়। এরপর ১৬৩৮ সালে ইউরোপিয়ানরা পর্তুগিজ বণিকদের উৎখাত করে দারুচিনির ব্যবসা দখল করে নেয়। এভাবে ইউরোপিয়ান আর পর্তুগিজদের মধ্যে দখল আর বেদখলের খেলা চলতে থাকে ১৫০ বছর ধরে। এরপর ১৭৮৪ সালে সিংহল পর্তুগিজদের যুদ্ধে পরাজিত করে। কিন্তু আবার ব্রিটিশরা দখল করে নেয়।

অবশেষে ১৮০০ সালে তারা ব্রিটিশদের উৎখাত করে নিজেরা দারুচিনির ব্যবসা শুরু করে। এভাবে শ্রীলঙ্কা থেকে সারা বিশ্বে দারুচিনির চাষ ও ব্যবসা ছড়িয়ে পরে। আরবরা যেহেতু স্বীকার করেনি ওরা কোথা থেকে দারুচিনি পেত, সম্ভবত সেই কারণে দারুচিনির আদিবাস শ্রীলঙ্কা বলা হয়ে থাকে। আজকাল ইন্দোনেশিয়া, ভারত,বাংলাদেশ ও চীন প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে দারুচিনি উৎপাদিত হচ্ছে।

দারুচিনি চিরসবুজ বৃক্ষ। স্বাভাবিক পরিবেশে এই বৃক্ষের উচ্চতা ১০ থেকে ১৬ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। দেখতে কিছুটা তেজপাতা বৃক্ষের মতো এই বৃক্ষের ছাল মসলা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পাতা বেশ লম্বাটে, মোটা, কিছুটা চামড়ার মতো, তীক্ষ্ণাগ্র, উপরে উজ্জ্বল সবুজ, নিচের দিকে হালকা। পাতার প্রধান শিরামূল থেকে মধ্য শিরা পর্যন্ত স্পষ্ট এবং সংখ্যায় তিন থেকে পাঁচটি। এর ফুল বড় গুচ্ছ আকারে ফোটে,ফল লম্বাটে, বেগুনি এবং ভেতরে একটি মাত্র বিচি থাকে। দারুচিনির বাকলে ‘সিনামাল ডিহাইড’ থাকে আর সেটাই ঘ্রাণের কারণ। এর পাতায় থাকে ‘ইউজিনল’।

দারুচিনি সাধারণত দু’ধরনের হয়ে থাকে, সিলোন বা মিষ্টিকাঠ দারুচিনি এবং চাইনিজ বা ঝুটা দারুচিনি। সিলোন বা মিষ্টিকাঠ দারুচিনি তীব্র সুগন্ধি এবং বেশ মিস্টি যুক্ত, এর ছাল কালচে খয়েরি রঙের পাতলা এবং মসৃণ। চাইনিজ বা ঝুটা দারুচিনি কম সুগন্ধি এবং মিস্টি যুক্ত, এর ছাল লালচে বাদামি রঙের পুরু এবং খসখসে। বিভিন্ন ধরনের মাটি, আবহাওয়া ও জলবায়ু সহ্য করতে পারে দারুচিনি গাছ। বেলে দো-আঁশ মাটি দারুচিনি চাষের জন্যে ভালো। দারুচিনির চারা সাধারণত বীজ থেকেই হয়ে থাকে। দারুচিনি গাছ কাটিং বা গুটিকলম করেও চারা করা যায়। ৫/৬ বছর বয়সী গাছ হতে নিয়মিত ছাল ছাড়াবার ডাল পাওয়া যায়।

দারুচিনি গাছ থেকে বছরে একাধিকবার ডাল কাটা যায়, তবে সবচেয়ে ভালো হয় একবার ডাল কাটলে। এপ্রিল, মে মাসে সাধারণত ডাল কাটা হয়। এই ডাল ১ থেকে ৩ সেমি ব্যাসের এবং এক হতে দেড় মিটার লম্বা ডাল কাটলে ভালো হয়। এ ধরনের ডাল হতে উন্নতমানের ছাল পাওয়া সম্ভব। শুকনা পাতা ও ছাল হতে তেল নিষ্কাশন করা হয়। এর তেল ঔষধি গুণে ভরপুর।

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় দারুচিনির ব্যবহার করা হয়ে থাকে নানা ধরনের রোগ উপশমের জন্য। বাতের ব্যথা, কাশি, শ্বাসকষ্ট, কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিস ইত্যাদি রোগে দারুচিনি খুবই উপকারী। বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই রোগগুলোর ঔষধ হিসেবে দারুচিনির ব্যবহার করা হয়। দারুচিনিতে অসংখ্য ঔষধি গুণাগুণ বিদ্যমান।

একাগ্রতার সঙ্গে চাই নৈতিকতা

সজল রায় চৌধুরী

“তবে কতদিনে দ্রোণ বিদ্যা পরীক্ষিতে।
কাষ্ঠের রচিয়া পক্ষী রাখিল বৃক্ষেতে।।
একে একে ডাকিলেন সব শিষ্যগণে.....।”
এর পরের অংশটা সবারই জানা। অস্ত্র গুরু দ্রোণাচার্য তার পাণ্ডব কৌরব অস্ত্র শিক্ষার্থীদের তীরন্দাজি পরীক্ষার জন্য গাছের ওপর একটা কাঠের পাখি রাখলেন। বললেন ওই পাখিটার চোখে তীর বিঁধতে হবে। একা দুজনকে ডেকে বললেন, লক্ষ্য স্থির রাখো। করেছ? এখন বল কি কি দেখতে পাচ্ছ? সবাই প্রায় বললেন পাখি দেখছি, গাছ দেখছি, চারপাশে গুরুদেব এবং ভাইদের দেখছি। দ্রোণাচার্য তাদের কাছ থেকে ধনুক কেড়ে নিয়ে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলেন। অর্জুনের পালা এলে অর্জুন বলল, আমি শুধু পাখিটা দেখছি। দ্রোনো বললেন আরো ভালো করে, আরো ভালো করে দেখো। অর্জুন বললেন পাখির মাথা আর তার মধ্যে চোখ ছাড়া কিছুই দেখছি না। দ্রোনো বললেন, তীর ছড়ো। মুহূর্তের মধ্যে তীর ছুটে গিয়ে পাখির চোখে বিঁধে গেল।
এই পৌরাণিক উপাখ্যান থেকে একাগ্রতার সমার্থক প্রবাদ এসেছে পাখির চোখ। লক্ষ্যে নিমগ্ন কেন্দ্রীভূত অনন্য দৃষ্টি বোঝাতে একাগ্রতা কথাটি ব্যবহৃত হয়। একাগ্রতা জরুরি, কিন্তু চিত্তের চঞ্চলতা থেকেও নানা সর্বনাশ দেখা দেয়। একাগ্রতার সঙ্গে যুক্ত করতে হয় গভীর মনসংযোগ। তবেই সম্ভব লক্ষ্যে স্থির থাকা ও বিষয়ের প্রতি একনিষ্ঠতা রক্ষা করা।
বিজ্ঞানী, দার্শনিক, গণিতবিদ ও লোকশিক্ষকদের সাফল্যের পেছনে অন্যান্য কারণ যাই থাকুক না কেন তার সঙ্গে একাগ্রতা কিন্তু আবশ্যিক। এরই আধ্যাত্মিক রূপ আমরা পাই ধ্যান ও তপস্যার মধ্যে।
রাজপুত্র সিদ্ধার্থ সত্যের সন্ধানে মনকে একাগ্র করে ধ্যানে বসলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন, “এই আসনে আমার শরীর শুকিয়ে যাক। শরীরের হাড়-মাংস চামড়া বিনষ্ট হোক তবুও যতদিন না বহু জন্ম দুর্লভ বধি লাভ করছি, ততদিন এই আসন ছাড়বো না। দীর্ঘ অনশনের পর সিদ্ধার্থ বুঝতে পারলেন অনশনে তার মস্তিষ্কের ক্রিয়া খুবই দুর্বল হয়ে পড়ছে। একাগ্রভাবে কিছুই ভাবতে পারছেন না তিনি। মত বদল করলেন তিনি। সুজাতার কাছ থেকে পায়েস খেয়ে স্বস্তি অনুভব করলেন। বুঝলেন অতি ভোগ যেমন খারাপ, তেমনই অতিরিক্ত সাধনা একাগ্র চিন্তার পথে বাধাস্বরূপ। একেই বলা হয় বৌদ্ধ ধর্মের দ্য গোল্ডেন মিন বা হিরণময় মধ্যপন্থা।
আরব ভূমিতে একটা সময় নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে শূন্যতা দেখা দিয়েছিল।। কীভাবে সেই শূন্যতা, সেই তমসা থেকে সমাজকে মুক্ত করা যায়, এই মহা প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছিলেন হযরত মুহাম্মদ। একাগ্র মনে ধ্যান করতে তিনি হীরা পর্বতের গুহায় তপস্যায় নিমগ্ন থাকতেন। অবশেষে সত্যের আলো অন্ধকার গুহায় জ্বলে উঠলো। এটা বাস্তব ও প্রতীকি, দুদিক থেকেই সত্য।
সর্বশেষে যে প্রসঙ্গটি একাগ্রতার ক্ষেত্রে অবশ্যই আলোচ্য, সেটি হল, একাগ্রতার সঙ্গে নৈতিকতার দৃঢ় সম্পর্ক।
একাগ্রতা ভালো বা মন্দ উভয় ক্ষেত্রেই সাফল্যের জন্য প্রয়োজন। এ কারণে আমাদের বেছে নিতে হবে, একাগ্র সাধনা মানুষের কল্যাণের জন্য করা হচ্ছে না ব্যক্তিগত ও ঐচ্ছিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।
অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখি, যে বিজ্ঞানী মারোনাস্ত্র তৈরি করার জন্য গবেষণা ও পরীক্ষা চালিয়ে যান, তাঁর সাফল্য আসলে মানুষের ক্ষতি ডেকে আনে, সমাজে রক্তের স্রোত নামিয়া আনে। তাই অবশ্যই প্রয়োজন একাগ্রতা, তবে তার থেকে আরও বেশি প্রয়োজন নৈতিক গুনে গুণান্বিত হওয়া।

রূপা এখন একা

আহমদ রাজু

পাঁচ
‘এসব বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না। মনের অজান্তে যদি কোন দুঃখ দিয়ে থাকি তার জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি। আমাকে ক্ষমা করে দেবেন; আসি।’ বাইরে বেরুবার জন্যে পা বাড়ায় রায়হান।
‘এসব আপনি কী বলছেন! আর যাবেনইবা কোথায়?’
‘আমি যেখানে থাকি।’ রায়হান হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যায়। মেয়েটা দাঁড়িয়ে থাকে নীরবে। মনে মনে ভাবে, লোকটার সাথে এত কথা বললাম কিন্তু নামটাতো জানা হলো না। ক্লিনিকে ভর্তি করার সময় মন গড়া একটা নাম দিয়েছিলাম ফরমে। বলল, বন্ধুর বাড়িতে থাকে, কিন্তু কোথায় বন্ধুর বাড়ি?’ সে একসময় হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফিরে আসে কিন্তু তার মাথার চারপাশে এই চিন্তাটা-ই গিজগিজ করতে থাকে।
মেয়েটার জন্যে বাড়ির সবাই অস্থির। রাতে বাড়িতে আসেনি এটা কি কম কথা! সমস্ত আত্মীয় স্বজনদের কাছে টেলিফোন করেও খোঁজ পায়নি তারা। মেয়েটা ঘরের দরজায় পা রাখতেই ছুটে আসে বাড়ির পুরোনো চাকর হাসেম আলী। ‘এলে মামনি?’
‘হ্যাঁ কাকা।’
‘কাল রাতে বাড়ি ফেরোনি কেন? আমরা তোমার জন্যে অস্থির হয়ে ছিলাম। না বলে কোন দিন তো রাতে বাড়ির বাইরে থাকোনি।’
‘তিন্নিদের বাড়ি যাচ্ছিলাম হঠাৎ পথে আমার গাড়ি এক্সসিডেন্ট করে।’
‘কী কথা; সর্বনাশ! তোমার কোথাও লাগেনি তো? মুখটা কেমন শুকিয়ে গেছে। দেখি দেখি কোথায় লেগেছে?’
‘এতো উত্তেজিত হয়ো না কাকা। আমার কিছুই হয়নি। হয়েছে একটা ছেলের। না জানি এখন সে কেমন আছে।’
‘কেন, তুমি তাকে চিকিৎসা করাও নি?’
‘হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম। একটু সুস্থ হলেই নিজের নামটা পর্যন্ত না বলে চলে গেলো। আমার কোন কথা শুনলো না। বলোতো কাকা, আমি না হয় একটা ভুল করেই ফেলেছিলাম, কিন্তু নিজের শরীরের রক্ত দিয়ে যাঁর জীবন বাঁচালাম তার কি আমার সাথে ভালো করে কথা না বলে চলে যাওয়া ঠিক?’
‘কী সর্বনাশ! কি বলছো মামনি? তোমার শরীরের রক্ত অন্যের শরীরে দিয়েছো! তা বেশ করেছো। রক্ত দেবার পর কি করতে হয় জানো?’
‘না কাকা। কী করতে হয়?’
‘ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করতে হয়। তুমিতো কিছুই খেতে চাওনা। এখন কিন্তু সময় মতো না খেলে অসুস্থ হয়ে পড়বে।’
‘জানি কাকা; না-ই বা খেলাম। আমি যদি মরে যাই তবে কে কাঁদকে আমার জন্যে? কে আমার জন্যে দুঃখ করবে? পৃথিবীতে আমার কী আপন কেউ আছে? মা বাবা থেকেও নেই। তারা চায় টাকা; আমাকে চায়না। আমি মরে গেলে তাদের অনেক অর্থ-সম্পদ বেঁচে যাবে।’
‘না মামনি না; বাবা-মা সম্পর্কে এমন কথা বলতে হয় না। এতে সৃষ্টিকর্তা নারাজ হয়। আর তুমি যদি না থাকো তাহলে আমি কী নিয়ে বাঁচবো বলো। নিজের মেয়েটা মারা যাবার পরে সেই ছোট্ট থেকে তোমাকে লালন-পালন করেছি।’ চোখে জল এসে যায় হাসেম আলীর।
‘জন্মের পরে যখন জ্ঞান হলো তখন থেকেই তোমার মুখটাই দেখে আসছি। বাবা মা আছে কিন্তু তারা ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত। বাবা-মায়ের আদর কী তা জানিনা। যতটুকু পেয়েছি তা সবই তোমার কাছ থেকে। তুমি-ই তো আমার বাবা-মা। যখন দু’চোখ যেদিকে যায় সেদিকে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিই তখন তোমার মুখ ভেসে উঠে চোখের সামনে। তোমার জন্যে, শুধু তোমার জন্যে আমি কোথাও যেতে পারিনি।’
‘অতীতের কথা মনে করে কোন লাভ নেই মা। এই দেখোনা কাল রাতে তুমি বাড়ি আসোনি বলে সেই থেকে আমার পানি স্পর্শ করাও হয়নি। সারাটা রাত দরজার পাশে বসেছিলাম, কখন তুমি আসো সেই অপেক্ষায়।’
‘আমার জন্য কেন তুমি এতো কষ্ট করো কাকা? তোমার এ কষ্ট আর যে সহ্য হয়না। তুমি যেদিন থাকবে না আমিও সেদিন থাকবো না জেনে রেখো।’
‘ছিঃ ছিঃ মা, এসব কথা বলতে নেই। তোমাকে কোলে পিঠে করে এত বড় করেছি কিসের জন্যে? তোমাকে নিজেই পথ চলার সাহস অর্জন করতে হবে। বিপদে যেন কখনো ভেঙে না পড়ো, সব সময় মনে সাহস রেখে সামনে এগিয়ে চলবে। তবেই হবে প্রকৃত মানুষ। আমিও স্বস্তি পাবো সেদিন।’
‘তুমি আমাকে আশির্বাদ করো কাকা। তোমার প্রতিটা কথা যেন অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পারি।’
‘সন্তানের কখনও আশির্বাদ চেয়ে নিতে হয় না মা, তারা নিজেরাই মন থেকে অনেক আশির্বাদ করে। সন্তানের সফলতা মানেইতো মা-বাবার সফলতা।’
‘তোমার মত এমন পিতৃতুল্য কাকা পেয়েছিলাম বলেই মনে হয় পৃথিবীতে আজও বেঁচে আছি।’
‘নাও অনেক হয়েছে; এখন হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেস হয়ে আসোতো। কাল সেই কখন বাড়ি থেকে খেয়ে বের হয়েছো। আমি জানি তুমি হোটেলের খাবার একদম মুখে দিতে পারো না। না খেয়ে মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেছে।’
‘যাচ্ছি কাকা।’ বাথরুমের দিয়ে চলে যায় মেয়েটি।
রায়হান কিছুটা সুস্থ বোধ করায় সে নিজেকে সামলে নিয়ে বাড়িতে পৌঁছায়। মাথায় ব্যাণ্ডেজ দেখে রাজেশ আঁতকে ওঠে। দৌঁড়ে আসে বন্ধুর কাছে। বলল, ‘কী রে রায়হান, তোর মাথায় কী হয়েছে? কাল রাতে বাড়ি ফিরিসনি কেন? আমি অফিস থেকে এসে শুনলাম সেই সকালে বেরিয়েছিস। তখন বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল তাই খুঁজতে বের হইনি। তাছাড়া এত বড় শহরে খুঁজবো-ইবা কোথায়?’
‘খুঁজতে যাসনি ভালোই করেছিস রাজেশ। খুঁজেও আমাকে পেতিস না।’
‘কেন? কোথায় গিয়েছিলি তুই?’ উৎসুক প্রশ্ন রাজেশের।
রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা গাড়ির সাথে ধাক্কা লাগে। অতঃপর আমি হাসপাতালে। গাড়ির মালিক নিজের শরীরের রক্ত দিয়ে আমাকে সুস্থ করে তুললো। আর শেষে আবার বাড়ি। সস্তা বাংলা ফ্লিমের মতো একদম।’
‘বলিস কী!’ বিস্মিত রাজেশ।
‘সত্যিই বলছি; একদম বাংলা ফ্লিম।’ মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে বলল রায়হান।
‘তুই এক্সসিডেন্ট করেছির আর তাকে বলছিস বাংলা ফ্লিম!’
‘তাই নয়তো কী? ঐ যে বললাম, নিজের শরীরের রক্ত দিয়ে আমাকে বাচিয়েছে। তাহলে তাকে সস্তা বাংলা ফ্লিম বলবোনাতো কী বলবো?’
‘জগতে এমন মানুষ কী আছে যে, অচেনা অজানাকে এতবড় উপকার করতে পারে! নামটা কী লোকটার?’
‘এই যা সেরেছে, নামটাতো জানা হয়নি। দরকার-ই বা কী নাম জেনে? ধনীদের নাম গরীবের মুখে শোভা পায় না।’
‘তবুও...’
‘থাক ওসব কথা, পেছনে ফেলে আসা কথা মনে রেখে কোন লাভ নেই। তার চেয়ে ভালো আগামী দিনের চিন্তা করা।’
‘তাই কী হয়? তুই কী পেরেছিস পেছনে ফেলে আসা দিনগুলোকে ভুলে যেতে?’
মুহূর্তে আনমনা হয়ে যায় রায়হান। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ছোট বোন তিতলির মুখ। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, ‘তুই ঠিকই বলেছিস, জীবনের সবকিছু ভুলে থাকা যায় না- ভোলা যায় না।’
‘তোর খুব লেগেছে নারে?’
‘না, তেমন একটা লাগেনি। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা।’
‘কী কথা?’
‘বোনটার কথা। আজ কেন জানি ওর কথা বেশি করে মনে পড়ছে। জানি না এখন কেমন আছে।’
‘নিশ্চয়ই ভাল আছে। সেতো আর পর কারো কাছে নেই।’
‘পর হলেও চিন্তা থাকতো না, এই যে দেখ তুই আমার আপন কেউ না; অথচ সবার চেয়ে তুই-ই আমার আপন।’
‘তুই শুধু মিছেমিছি চিন্তা করিস। অবশ্যই সে ভাল আছে।’
‘তোর কথা যেন সত্যি হয়। আমার বোনটা যেন ভাল থাকে।’
‘চাকুরী বাকরীর কোন ব্যবস্থা করতে পারলি?’
‘না রাজেশ; ঐ সোনার হরিণটা আমার কপালে নেই। ভাবছি চাকুরীর নেশা বাদ দিয়ে অন্য কোন কাজের ধান্ধা করবো।’
‘আর দু’একবার চান্স নিয়ে দেখ; হতেওতো পারে।’
‘না রাজেশ; আমার মন ভেঙে গেছে। সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছি, আর চাকুরীর পেছনে ঘুরবো না।’
মায়ের ডাকে কথার ভেতরে ছেদ পড়ে দু’জনের। রাজেশ বলল, ‘মা ডাকছে। তুই বস; আমি দেখে আসি কী বলছে মা।’ রাজেশ উঠে চলে যায় মায়ের কাছে।
চলবে...

সুনন্দার সংসার

শংকর সাহা

সেইবারে ঘরের চালে নতুন টিন দেবার সময়ে ব্যাঙ্ক থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা লোন নিয়েছিল ভবতোষ। অভাবের সংসারে লোন নেওয়া ছাড়া হয়তো তার কোনো উপায়ও ছিলনা। সেইজন্যে মাসে মাসে কিস্তি বাবদ হাজার দুয়েক টাকা দিতে হয় ব্যাঙ্কে। ছোট্ট পানের দোকান করে মাসে মাসে লোন শোধ করতে হাতের কাছে প্রায় সবটাকাই শেষ হয়ে যেত। এদিকে বাড়িতে চার চারটে মানুষের দুবেলা দুমুঠোর ভাতের ব্যবস্থা করতে যেন হিমশিম খেতে হয় ভবতোষকে।
সুনন্দা ভবতোষের স্ত্রী। এ সংসারে বিয়ে হয়ে আসার পর থেকে সে হাসিমুখে অভাবকে মেনে নিয়েছে। আজ লকডাউনে ভবতোষের ব্যবসার অবস্থা খুব খারাপ। দোকান প্রায় চলছে না বললেই চলে। সংসার খরচ তার উপরে মাসে মাসে কিস্তির টাকা।চিন্তায় ভবতোষ প্রায় ভেঙ্গে পড়ে। বাড়িতে এলেও তেমন কথা বলেনা। সুনন্দা ভবতোষের মনের অবস্থা সব বুঝতে পারে।
সেদিন ছিল সোমবার। মাসের প্রথমেই কিস্তির টাকা মিটিয়ে দেয় ভবতোষ কিন্তু এমাসে তার টাকার জোগাড় হয়নি।দোকান বন্ধ করে সাইকেল নিয়ে রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরছে এমন সময় ব্যাঙ্কের এককর্মীর সাথে দেখা। লজ্জায় ভবতোষ মাথা নিচু করে থাকে। কিছু বলতে যাবে এমন সময় ব্যাঙ্কের কর্মীটি বলে বসেন, ‘দাদা,আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম কিস্তির টাকা আনতে। আপনি ছিলেন না। বউদি দিয়ে দিয়েছেন” ভবতোষ অবাক হয়ে যায়।
ব্যাঙ্ককর্মীকে নমস্কার জানিয়ে বাড়ি ফিরে আসে।
প্রায় লজ্জিতমুখে বাড়ি এসে বারান্দায় হেলান দিয়ে বসে সে। সুনন্দা জলের গ্লাসটি তার হাতে দিতেই সে বলে,’ আচ্ছা,তুমি আজ কিস্তির টাকা দিয়েছো স্যর বললেন কিন্তু ওতো গুলো টাকা এইসময়ে কোথায় পেলে ?’
সুনন্দা হেসে বলে,’ তুমি তো কোনোদিনও নিজের সমস্যার কথাগুলো বলনা আমায়। নিজে চেপে রেখে কষ্ট পাও। তুমি বিকেলে দোকানে চলে গেলে আমি আর তমা কাকিমা সেঁলাইয়ের কাজ করি। আমি জানি তোমায় বললে করতে দিতে না ।তাই বলিনি ভব?’
“ তাই বলে ওত গুলো টাকা’?
‘তাতে কী? সংসারটা বুঝি তোমার একার? আমি সামান্য একটু পয়সা জমিয়েছি তাই দিতে পারলাম..’
ভবতোষ সুনন্দার দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকে। চোখটি তার অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ে
হঠাৎই সুনন্দা ডেকে বলে,’হাত ধুয়ে খেতে এসো। আজ তোমার পছন্দের শুক্তো করেছি...

বৃষ্টি ভেজা রাজপথে

রমি রেজা

বৃষ্টি কোথাও হারিয়ে গেছে
অথবা হারায়নি তা কোথাও
কোন বেলা থেকে অপেক্ষা করছে সেও।
কিন্তু বেলা বয়ে যায়
না পাওয়ার যন্ত্রণায়
ভাঙ্গে না তার মানস হৃদয়।
মেঘের মধ্যে সে পাড়ি দিতে চাই
কিন্তু সে সাধ তার অপূর্ণ থেকে যায়।
কংক্রিট রাস্তাটি তীব্র উষ্ণতায় মাখা
‘একটু জল দাও গো’! এ যেন তার মনের আকাঙ্ক্ষা।
হৃদয় মাঝে জ্বলে উঠেছিল একবার
নিভে গেছে জানিনা তা কোথায় আবার,
আবারো তার জেগে উঠবে শুকনো হৃদয় থেকে
মায়াবী আলোয় রাখবে জাগিয়ে তাকে।
উঠবে তা ফুটে -----
রৌদ্রতপ্তের পরে------
বৃষ্টি ভেজা এক রাজপথের রাস্তাতে।

নীরবতার দর্শন

সামাউল হক

একটা লোকের মন্দ কথায় জবাব দেইনি দেখে
সবাই ভীষণ অবাক হয়েছে, বলল আমাকে ডেকে :
‘কী বাদানুবাদ! তবুও আপনি জবাব দেননি তার!’
বলি, ‘কিছু কিছু উত্তর খোলে বিড়ম্বনার দ্বার
বোকা- নির্বোধ হইচই করে
তৃপ্তি যখন পায়
তাদের কথায় চুপ থাকলেই মান ধরে রাখা যায়!’
সিংহকে দেখো, আমরা সবাই কত ভয় পাই তাকে!
অথচ বনের রাজা মহাশয় চুপচাপ বসেই থাকে।
কুকুরের গায়ে ঢিল ছোঁড়া হয়, পাত্তা দেয় না কেউ
অথচ কথার শেষ নেই তার, সারাটাদিন করে ঘেউ ঘেউ!

ছড়া-ছড়ি

ঝাপসা কালো

আসগার আলি মণ্ডল

মেঘলা আকাশ বইছে বাতাস
যাচ্ছে পাটে রবি
মনের কোণে ছন্দ জাগে
দেখে এসব ছবি।

খালের জলে আলোর ঝিলিক
দোলে তরু ছায়া
কাছের দূরের বৃক্ষরাজির
ঝাপসা কালো কায়া।

আসবে ঝেঁপে বৃষ্টি বুঝি
ভিজবে রুক্ষ ধরা
হাসবে শত মাঠের চাষি
কাটবে দুঃখ-খরা।

ঈদের খুশি

মোহাম্মদ জাকারিয়া

আনন্দের দিন এসেছে আজ
সবার মনে সুখ,
ঈদের খুশি বয়ে যায়
নতুন স্বপ্নের কুহক।

বন্ধুদের সাথে মিলিত হয়ে
ভরে উঠুক মনের আকাশ,
ঈদের রঙে রঙিন হয়ে
মিটুক সব বিষাদ।

প্রিয়জনের স্পর্শে খুঁজে পাই
আনন্দের মধু,
ঈদের দিনে সকলের মনে
সুখের বারতা বয়ে।

হারাণ কাকা

গোপা সোম

ঝিলের ধারে হারাণ কাকা,
বঁড়শি নিয়ে বসে,
চিবোয় খৈনি, আয়েশ করে,
হাতে নিয়ে ঘষে।
ছেলে মেয়ে গেছে স্কুলে,
গিন্নী যে তার নাই,
বসে বসে সময় কাটায়,
জলের ধারে তাই।
রুই, কাতলা, ভেটকি, মৃগেল,
জলেতে মাছ নানা
মাছ রাঙা, বক মাছের তরে,
দেয় যে সদা হানা।
পোষা বেড়াল করে ঘুরঘুর,
হারাণ কাকার পায়ে,
বঁড়শিতে মাছ গাঁথা হলে,
আনন্দেই লাফায়।
চারা পোনা, চিতল ছোটো,
প্রায়ই পড়ে ধরা,
হারাণ কাকার পোষা বেড়াল,
ছোঁয় নাতো মাছ মরা।
বঁড়শি হতে নিয়ে কাকা
মাছেরে দেয় ছুঁড়ে,
মাছ নিয়ে সে, খেলে শেষে,
মুখেতে দেয় পুরে।
মুখে নিয়ে, তড়িঘড়ি,
বেড়াল দেয় যে চম্পট,
বসে বসেচিবোয় কোথা,
আওয়াজ হয় কটকট।

প্রবাসী ছেলে

রুকাইয়া খাতুন

সংসারের ধরতে হাল
বাপের একমাত্র ছেলে,
প্রাবাসে জীবন কাটায়
চোখের জল ফেলে।
জীবনের মায়া নেই তার
মানসিক চিন্তা বিসার্জন,
পরিবারের সুখ খুঁজতে
অর্থ করে বিদেশে উপার্জন।

নদীর পারে

সুরাবুদ্দিন সেখ

বিকেলবেলায় মনটা আমার টানে নদীর পানে
ভালো লাগে নদীর পারে পাখির মিষ্টি গানে,
নদীর পারে সবুজে ভরা জুড়ায় আমার প্রাণ
সুমধুর প্রকৃতি আমার করে দুঃখ ত্রাণ।
নৌকার মাঝি নৌকা চালায় যাত্রীর কত ভিড়
পাই খুঁজে পাই এইখানেতে ভালবাসার নীড়!
তাকিয়ে থাকি নদীর স্রোতে যাচ্ছে চলে ভেসে
আমিও যদি হতাম এমন যেতাম বহু দেশে।
বসে আছে এইখানেতে সবুজ প্রকৃতির মেলা
কিচিরমিচির করে পাখি লাগলে সন্ধ্যেবেলা,
সূর্য যখন ঢলে পড়ে ঘরে ফেরে চাষি
এসব দেখে নদীর পারে থাকতে ভালোবাসি।

বৃষ্টির ছড়া

কোমল দাস

ঝর্ ঝর্ যেই ঝরে বৃষ্টির ধারা
মন বলে খোকা তুই বৃষ্টিতে দাঁড়া,
ঐ দেখ ব্যাঙগুলো শুনছে না মানা
বৃষ্টি তো থেমে যাবে তাড়াতাড়ি যা না।

মনটা কে জোরে বলি আমি ছোট তাই
বৃষ্টিতে ভিজবার স্বাধীনতা নাই,
মন বলে তিনবার বল ধিন ধিন
মনটা কে করিসনে কভু পরাধীন।

ধুর ছাই ভাবিসনে এতোকিছু, আয়-
বৃষ্টিরা নানা সুরে নানাখানে গায়,
চালে টিন পেলে তারা ধরে যেই সুর
রিমঝিম সেই সুর কী যে সুমধুর...

২০২৪ কোপা আমেরিকা

২০ বছর পর পেরু চিলির ড্রয়ে শীর্ষেই থাকল আর্জেন্টিনা

আপনজন ডেস্ক: ইউরোয় গোলশূন্য ড্র দেখা গেছে ২১তম ম্যাচে। ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ডসের ম্যাচে গতকাল রাতে গোল করতে পারেনি কোনো দলই। তবে এর আগে হওয়া ২০ ম্যাচের প্রতিটিতে মিলেছিল গোলের দেখা। কোপা আমেরিকায় অবশ্য দ্বিতীয় ম্যাচেই দেখা গেল গোলশূন্য ড্র। আজ ভোরে গ্রুপ 'এ'তে পেরু ও চিলির ম্যাচে গোল পায়নি কোনো দলই। এই ড্রয়ে শেষ হলো ২০ বছরের এক ধারাও।

গত ২০ বছরে পেরু ও চিলির মুখোমুখি হওয়া কোনো ম্যাচই ড্রয়ে নিষ্পত্তি হয়নি। ২০ বছরের মধ্যে এই প্রথম ড্র দেখল দুই দল। মুখোমুখি দ্বৈরথে এটি অবশ্য দুই দলের ষষ্ঠ গোলশূন্য ড্র। এর আগে সর্বশেষ পেরু-চিলির ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়েছিল ১৯৮৯ সালে।

এই ড্রয়ে গ্রুপ 'এ'তে নিজেদের সম্ভাবনা ভালোভাবেই বাঁচিয়ে রাখল এ দুই দল। এই গ্রুপের প্রথম ম্যাচে গতকাল কানাডাকে ২-০ গোলে হারিয়েছিল আর্জেন্টিনা। যারা এই মুহূর্তে গ্রুপের শীর্ষস্থানও ধরে রেখেছে। মূলত আর্জেন্টিনার বিপক্ষে পারফরম্যান্সের ওপরই নির্ভর করছে এই গ্রুপে অন্য তিন দলের ভাগ্য।

টেক্সাসে দাপটের সঙ্গেই ম্যাচ শুরু করে পেরু। শুরুতে চিলিকে চাপেও রাখে তারা। তবে ঘুরে দাঁড়িয়ে খুব দ্রুত ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় চিলি। ম্যাচজুড়ে আক্রমণ ও সুযোগ তৈরিতেও পেরুর ওপর আধিপত্য দেখিয়েছে চিলি। ম্যাচে ৬৫ শতাংশ বলের দখল রেখে ১১টি শট নেয় চিলি।

তবে লক্ষ্যে রাখতে পেরেছে শুধু একটি শট। অন্যদিকে ৩৫ শতাংশ বলের দখল রাখা পেরু ৭টি শট নিয়ে ৪টিই লক্ষ্যে রাখে। তবে দুই দলের কোনো প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত গোলে রূপান্তরিত হয়নি। ড্রতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় দুই দলকে। আগামী বুধবার চিলি নিজেদের পরের ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে। একই দিন অন্য ম্যাচে পেরুর প্রতিপক্ষ কানাডা।

ইউরো ২০২৪

গোলশূন্য ড্রয়ে বাড়ল ফ্রান্স-নেদারল্যান্ডসের শেষ ষোলোর অপেক্ষা

আপনজন ডেস্ক: ফ্রান্স ০ : ০ নেদারল্যান্ডস

ম্যাচটা প্রথমার্ধেই তিন গোলে এগিয়ে যেতে পারত ফ্রান্স। কিন্তু পারেনি, কারণ আঁতোয়ান গ্রিজমান একের পর এক সুযোগ নষ্ট করে গেলেন। গোল হলো না কোনো।

দ্বিতীয়ার্ধে এগিয়ে যেতে পারত নেদারল্যান্ডসও। দুর্ভাগ্য তাদেরও। জাভি সিমন্স বল ফ্রান্সের জালে পাঠানোর পর সেটা বাতিল হয়ে যায় অফসাইডের কারণে।

সিদ্ধান্তটা অবশ্য বিতর্কিত মনে হয়েছে।

তবে গোল নষ্ট করার মহড়া আর বিতর্কিত অফসাইডের সিদ্ধান্তে শেষ পর্যন্ত ফ্রান্স-নেদারল্যান্ডস ম্যাচটা থেকে গেল ০-০ ড্র।

এবারের ইউরোতে এটাই প্রথম গোলহীন ম্যাচ। তাতে শেষ ষোলোতে জায়গা নিশ্চিত করার অপেক্ষা বাড়ল দুই দলেরই।

লাইপজিগ স্টেডিয়ামে এই ম্যাচের একাদশে ছিলেন না ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় তারকা কিলিয়ান এমবাপ্পে। নিজেদের প্রথম ম্যাচে অস্ট্রিয়ান ডিফেন্ডার কেভিন দানসোর সঙ্গে সংঘর্ষে নাক ভেঙে ফেলেন এমবাপ্পে। তবে ফ্রান্স দলের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছিল, এই ম্যাচে মাস্ক পরে খেলতে পারেন এমবাপ্পে। ফরাসি ফরোয়ার্ড বেঞ্চে বসেই কাটিয়েছেন পুরো ম্যাচ। মাঠে নামা আর হয়নি।

এমবাপ্পে খেলার পরেও আক্রমনেভাগে ফিনিশিংয়ের দুর্বলতা চোখে পড়েছিল ফ্রান্সের আগের ম্যাচে। নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে সেটা আরও বেশি করে চোখে পড়ল। গ্রিজমান যেন ভুল বুটজোড়া পরে চলে এসেছিলেন এ দিন। একবার তো ফাঁকা গোলমুখেও বল জালে ঠেলতে পারলেন না! ওদিকে নেদারল্যান্ডসের গোলরক্ষক বার্ট ভেরব্রুখেনও দারুণ সব সেভ করেছেন। ফলাফল প্রথমার্ধ গোলহীন।

দ্বিতীয়ার্ধে আবার সুযোগ নষ্ট করেন গ্রিজমান। তবে ফ্রান্সের এই একের পর এক আক্রমনের মাঝেই সুযোগ পেয়ে পাল্টা আক্রমনে গোল করে বসেন সিমন্স। মেম্ফিস ডিপাইয়ের শট ফ্রান্সের গোলরক্ষক মাইক মাইনন ঠেকিয়ে দেওয়ার পর ফিরতি বল দারুণ এক শটে জালে পাঠান সিমন্স। তবে ডাচ উদযাপনে বাধ সাধে রেফারির পতাকা, দেওয়া হয় অফসাইড। ভিএআর দীর্ঘ সময় নিয়ে যে অফসাইডের সিদ্ধান্ত বহাল রাখে। কিছুটা বিতর্কিত এই সিদ্ধান্তের পর দুই দলের কেউই আর পরিস্কার গোলের সুযোগ তৈরি করতে পারেননি।

গ্রুপে ফ্রান্স নিজেদের শেষ ম্যাচটা খেলবে আগামী মঙ্গলবার পোল্যান্ডের বিপক্ষে। একই দিন একই সময়ে নেদারল্যান্ডসের প্রতিপক্ষ অস্ট্রিয়া।

বাংলাদেশকে হারিয়ে কার্যত বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ভারত

আপনজন ডেস্ক: সেমিফাইনালে ভারত! অঙ্কে এখনই বলা যাবে না। তবে সেমিফাইনাল কার্যত নিশ্চিত বলাই যায়। ভারতীয় সময় অনুযায়ী সকালে আফগানদের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়া জিতলে, ভারত ও অস্ট্রেলিয়া দু-দলই সরকারিভাবে সেমিফাইনালে পৌঁছে যাবে।

ততক্ষণ 'কার্যত' শব্দটা ব্যবহার করতে হবে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ৫০ রানের বিশাল জয়। ব্যাটিং প্যারাডাইসে ফের নজর কাড়লেন জসপ্রীত বুমরা। বাংলাদেশকে হারিয়ে টি ২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল ভারত। ভারতের ৫ উইকেটে করা ১৯৬ রানের জবাবে বাংলাদেশ ৮ উইকেটে করে১৪৬ রান। ৫০ রানের বড় হারে বাংলাদেশের সেমিফাইনালে জায়গা করে নেওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে এল। রান তাড়ায় যেমন শুরু দরকার ছিল, সেটা এনে দিতে পারেননি বাংলাদেশ দলের দুই ওপেনার লিটন দাস ও তানজিদ হাসান। দুজনই শুরুর তিন ওভারে দেখে খেলেছেন।

পরে যখন মারার চেষ্টা করেছেন, তখন আউট হয়েছেন। শুরুটা হয় লিটনকে দিয়ে। হার্দিক পান্ডিয়ার করা ইনিংসের চতুর্থ ওভারের দ্বিতীয় বলে পুল শটে ছক্কা মারেন তিনি। পরের বলটি পান্ডিয়া করেন অফ স্টাম্পের অনেক বাইরে। সে বলেও লেগের দিকে টেনে মারতে গিয়ে ১০ বলে ১৩ রান করে ক্যাচ আউট হন লিটন। ক্রিজে সময় কাটিয়ে সেরা ছন্দে খুঁজে পাননি আরেক ওপেনার তানজিদও। ইনিংসের দশম ওভার পর্যন্ত ক্রিজে থেকেও তাঁর রান ৩১ বলে ২৯।

কুলদীপ যাদবের বলে লেগের দিকে মারতে গিয়ে এলবিডব্লুর ফাঁদে পড়েন তিনি। যা একটু রান করার, তা করেছেন তিনে নামা অধিনায়ক নাজমুল হোসেন। ৩২ বলে ১টি চার ও ৩টি ছক্কায় ৪০ রান করে বাংলাদেশের ইনিংসটাকে দীর্ঘ করতে সাহায্য করেন তিনি। ব্যর্থ হয়েছেন তাওহিদ হৃদয়, সাকিব আল হাসান, জাকের আলী। শেষের দিকে রিশাদ হোসেন ৩ ছক্কায় ১০ বলে ২৪ রান করলে বাংলাদেশের রান দেড় শর কাছাকাছি পৌঁছায়। ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ ৩ উইকেট নিয়েছেন কুলদীপ, ২টি করে উইকেট বুমরা ও অর্শদীপের।

ভারতকে আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে ভালো শুরু এনে দেয় রোহিত-কোহলির জুটি। দুজন মিলে করেন ৩.৪ ওভারে ৩৯ রান তুলে ফেলেন। ইনিংসের চতুর্থ ওভারে সাকিব আল হাসান এসে রোহিতকে থামান (১১ বলে ২৩ রান)। রোহিতকে বিদায় করে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রথম বোলার হিসেবে ৫০ উইকেটের মাইলফলক স্পর্শ করেন সাকিব। তাতে অবশ্য রানের গতি কমেনি। চার-ছক্কায় ভারতের পাওয়ারপ্লের রানটাকে কোহলি ৫৩-তে নিয়ে যান।

পরের উইকেটের জন্য বাংলাদেশকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ইনিংসের নবম ওভার পর্যন্ত। তানজিম হাসান তাঁর দ্বিতীয় ওভার করতে এসে অফ কাটারে বোল্ড করেন কোহলিকে (২৮ বলে ৩৭ রান)।

তানজিম সেখানেই থামেননি। কোহলির বিদায়ের পর ক্রিজে আসা সূর্যকুমার যাদব প্রথম বলেই পুল শটে ছক্কা মারেন। তানজিমের লেংথ থেকে লাফিয়ে ওঠা পরের বলেই কট বিহাইন্ড হয়ে থামে সূর্যকুমারের (৬) ইনিংস। দ্রুত ২ উইকেট হারালেও পন্ত ভালো শুরু পেয়ে যান। তাঁকে থামান ১২তম ওভারে বোলিংয়ে আসা রিশাদ। সেই ওভারের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বলে লেগের দিকে ছক্কা ও চার মারার পরের বলে রিভার্স সুইপে অফের দিকে মারার চেষ্টা করেন পন্ত। কিন্তু টাইমিংয়ে গড়বড় হওয়ায় বল চলে যায় থার্ড ম্যানে থাকা তানজিমের হাতে। ২৪ বলে ৪টি চার ও ২টি ছক্কায় ৩৬ রানে থামে তাঁর ইনিংস।

পন্ত আউট হলেও রানের গতি কমতে দেয়নি দুবে ও পান্ডিয়ার জুটি। দুজন মিলে করেন ৩৪ বলে ৫৩ রান। ইনিংসের ১৮তম ওভারে রিশাদের বলে বোল্ড হওয়ার আগে দুবে করেন ২৪ বলে ৩৪ রান। পান্ডিয়া টিকে থাকেন শেষ পর্যন্ত। ২৭ বলে ৫০ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন তিনি, ৪টি চার ও ৩টি ছক্কা ছিল তাঁর ইনিংসে। বাংলাদেশের হয়ে ২টি করে উইকেট নিয়েছেন তানজিম ও রিশাদ।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত: ২০ ওভারে ১৯৬/৫ (পান্ডিয়া ৫০*, কোহলি ৩৭, পন্ত ৩৬, দুবে ৩৪; তানজিম ২/৩২, রিশাদ ২/৪৩)।

বাংলাদেশ: ২০ ওভার ১৪৬/৮ (নাজমুল ৪০, তানজিদ ২৯, রিশাদ ২৪ ; কুলদীপ ৩/১৯, বুমরা ২/১৩, অর্শদীপ ২/৩০)।

ফল: ভারত ৫০ রানে জয়ী।

ম্যাচ অব দ্য ম্যাচ: হার্দিক পান্ডিয়া।

গেইলকে পেছনে ফেলে ছক্কার রেকর্ডে পুরান

আপনজন ডেস্ক: শনিবার বার্বাডোজে যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ৯ উইকেটের বিশাল জয় পেয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এদিন ১২ বলে অপরাজিত ২৭ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলেন নিকোলাস পুরান। হাঁকান ১ চারের সঙ্গে ৩ ছক্কা। ফলে এবারের বিশ্বকাপে সব মিলিয়ে তার ছক্কার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭টিতে।

টি-টোয়েন্টির বিশ্বমঞ্চে কোনো নির্দিষ্ট আসরে এতগুলো ছক্কা নেই আর কোনো ক্রিকেটারের।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের এক আসরে সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ডে পূর্বসূরি ক্রিস গেইলকে পেছনে ফেললেন পুরান। চলতি ৬ ম্যাচের মধ্যে ৫ ম্যাচেই ছক্কা মারেন তিনি। কেবল নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষেই ছক্কা মারতে পারেননি।

যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ম্যাচের আগে তিনি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে একটি, পাপুয়া নিউগিনির বিপক্ষে দুটি, উগান্ডার বিপক্ষে তিনটি ও আফগানিস্তানের বিপক্ষে আটটি ছক্কা হাঁকান।

এক আসরে সর্বোচ্চ ছক্কা মারার এই কীর্তিটি এতদিন ছিল পুরানের স্বদেশী ইউনিভার্স বস খ্যাত ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক বাঁহাতি ব্যাটার গেইলের দখলে। তিনি ২০১২ সালের আসরে মেরেছিলেন ১৬ ছক্কা। এই তালিকার তিনে যৌথভাবে থাকা দুইজনের একজন আবার ক্যারিবিয়ানই– মারলন স্যামুয়েলস।

অন্যজন অস্ট্রেলিয়ার শেন ওয়াটসন।

২০২৪ বিশ্বকাপের দল পরিচিতি

আয়ারল্যান্ড: অভিজ্ঞতাই শক্তির জায়গা

আপনজন ডেস্ক: গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপটা আয়ারল্যান্ডের দুর্দান্ত কেটেছে। সুপার টুয়েলভে ওঠার পথে আয়ারল্যান্ড হারায় স্কটল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। এরপর সুপার টুয়েলভে আইরিশরা জেতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষেও। এবার প্রত্যাশাটা আরও বেশি। অনেক প্রত্যাশার বিশ্বকাপে আয়ারল্যান্ড খেলবে দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ক্রিকেটার পল স্টার্লিংয়ের নেতৃত্বে। আয়ারল্যান্ড প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলে ২০০৯ সালে। এর পর থেকে প্রতিটি বিশ্বকাপেই খেলেছে আইরিশরা। স্টার্লিংও খেলেছেন সব কটি বিশ্বকাপে। অর্থাৎ এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এই ওপেনারের টানা অষ্টম বিশ্বকাপ। বিশ্বকাপে আয়ারল্যান্ডের ২৫ ম্যাচের মধ্যে ২১টিতেই তিনি খেলেছেন। অভিজ্ঞতাই এই আয়ারল্যান্ডের শক্তির জায়গা। অ্যান্ড্রু বলবার্নি, লোরকান টাকার, হ্যারি টেক্টর, মার্ক অ্যাডাইরের মতো অনেকে আয়ারল্যান্ডের হয়ে অনেক দিন ধরে খেলেছেন। গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দল থেকে পরিবর্তন এসেছে মাত্র ৪টি। দলে সুযোগ পেয়েছেন ব্যাটসম্যান রস অ্যাডাইর, যিনি আবার মার্ক অ্যাডাইরের বড় ভাই, উইকেটকিপার নেইল রক, লেগ স্পিনার বেন হোয়াইট ও পেসার গ্রাহাম হিউম। সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল থেকে বাদ পড়েছেন স্টিভেন ডোহানি, ফিওনা হ্যান্ড, কনর ওলফার্ট ও সিমি সিং। আয়ারল্যান্ডের বিশ্বকাপ দলের বাকি সবাই অনেক দিন ধরে একসঙ্গে খেলছেন।

স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়াটা তাই ভালো হওয়ার কথা। আয়ারল্যান্ডের ব্যাটিং অর্ডারও চূড়ান্ত। ওপেনিংয়ে অধিনায়ক স্টার্লিংয়ের সঙ্গে বলবার্নি। এরপর আছেন টাকার, টেক্টর, ক্যাম্ফার, জর্জ ডকরেল। আয়ারল্যান্ড বিশ্বকাপে কেমন করবে, তা অনেকটাই নির্ভর করছে তাঁদের ওপর। গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আয়ারল্যান্ডের সাফল্যের পেছনেও ছিলেন তাঁরাই। প্রথম পর্বে স্কটল্যান্ডকে হারানোর ম্যাচে ক্যাম্ফার করেছিলেন ব্যাট হাতে ৩২ বলে অপরাজিত ৭২, আর বল হাতে ২ ওভারে ৯ রানে নেন ২ উইকেট। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৯ উইকেট হারানোর দিনেও জ্বলে উঠেছিলেন স্টার্লিং, বলবার্নি, টাকার–তিনজনই। ৬৬ রানে অপরাজিত থাকেন স্টার্লিং, টাকার অপরাজিত থাকেন ৪৫ রানে। ২৩ বলে ৩৭ করেন বলবার্নি। এরপর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে ফিফটি করেন বলবার্নি, টাকার করেন ৩৪ রান। ২০২২ বিশ্বকাপটা টেক্টরের জন্য ভালো যায়নি। তবে তিনি বর্তমানে আছেন দুর্দান্ত ছন্দে। সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দারুণ করেছেন আইরিশ পেসার জশ লিটল। ৭ ম্যাচে উইকেট নিয়েছেন ১১টি, সেটাও ওভারপ্রতি মাত্র ৭ রান খরচায়। এবারও আয়ারল্যান্ড লিটলের দিকেই তাকিয়ে থাকবে। লিটলকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য পেস বিভাগে আছেন মার্ক অ্যাডাইর, হিউম, ব্যারি ম্যাকার্থি, ক্রেগ ইয়াং। তাঁদের মধ্যে শুধু হিউমেরই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলার অভিজ্ঞতা কম। আয়ারল্যান্ডে দলে স্পিনার হিসেবে আছেন ডকরেল, গ্যারেথ ডেলানি, বেন হোয়াইট। ডকরেল বাঁহাতি স্পিনার, ডেলানি ও হোয়াইট করেন লেগ স্পিন। অর্থাৎ স্পিন বিভাগেও বৈচিত্র্য আছে। ব্যাটিং, বোলিং দুই বিভাগেই অভিজ্ঞতা আর পারফরমারের কমতি নেই আয়ারল্যান্ডের। এখন বিশ্বকাপে নিজেদের কতটা মেলে ধরতে পারেন, সেটাই প্রশ্ন। কাজটাও তাঁদের জন্য কঠিন। কারণ, প্রতি গ্রুপ থেকে সুপার এইটে যাবে মাত্র দুটি দল।

স্কোয়াড

পল স্টার্লিং
অধিনায়ক, ব্যাটিং অলরাউন্ডার
মার্ক অ্যাডাইর
বোলিং অলরাউন্ডার
রস অ্যাডাইর
ব্যাটসম্যান
অ্যান্ড্রু বলবার্নি
ব্যাটসম্যান
কার্টিস ক্যাম্ফার
অলরাউন্ডার
গ্যারেথ ডেলানি
ব্যাটিং অলরাউন্ডার
জর্জ ডকরেল
অলরাউন্ডার
গ্রাহাম হিউম
পেসার
জশ লিটল
বাঁহাতি পেসার
ব্যারি ম্যাকার্থি
পেসার
নিল রক
ব্যাটসম্যান
হ্যারি টেক্টর
ব্যাটসম্যান
লোরকান টাকার
ব্যাটসম্যান
বেন হোয়াইট
লেগ স্পিনার
ক্রেগ ইয়াং
পেসার

তর সইছে না এনদ্রিকের

আপনজন ডেস্ক: আন্তর্জাতিক ফুটবলে তাঁর পথচলা সবে মাত্র শুরু। ব্রাজিলের জার্সিতে যাত্রা মাত্র ছয় ম্যাচের। এরই মধ্যে এনদ্রিক ফিলিপে স্বস্তির হাওয়া বইয়ে দিয়েছেন ব্রাজিলের ফুটবলে। গোল করার দক্ষতা দেখিয়ে আশার আলো হয়ে এসেছেন ১৭ বছরের এই ফরোয়ার্ড। চলমান কোপা আমেরিকা নিয়েও তাঁর আগ্রহের কমতি নেই। এবারই প্রথম সেলেসাওদের জার্সিতে মেজর টুর্নামেন্টে খেলতে চলেছেন তিনি। বড় মঞ্চের মাঠে নামতে তাঁর যেন তর সইছে না। আগামী মঙ্গলবার কোস্টারিকার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে এবারের আসর শুরু করবে ব্রাজিল। সেই ম্যাচে সেলেসাও একাদশে এনদ্রিকের না থাকার সম্ভাবনাই বেশি। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের কোচ দরিভাল জুনিয়রের আক্রমণভাগে প্রথম পছন্দ ত্রয়ী ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, রদ্রিগো ও রাফিনিয়া। তাদেরকে টেক্কা দিয়ে শুরুর একাদশে জায়গা করে নেওয়া এনদ্রিকের জন্য কঠিনই বটে। তবে এই তরুণ তাড়াহুড়ো করছেন না। একাদশে জায়গা পেতে ধৈর্য ধরে অপেক্ষায় থাকবেন। এক সংবাদ সম্মেলনে এনদ্রিক বলেছেন, 'একমাত্র ঈশ্বর জানেন কবে শুরু থেকে খেলব। আমি ভাগ্যবান যে এমন একজনকে কোচ হিসেবে পেয়েছি। সে জানেন কখন আমাকে খেলাবেন। সবকিছুই ঈশ্বর ও প্রফেসর দরিভালের ওপর নির্ভর করছে। তিনি অসাধারণ একজন। ব্রাজিল দলের জন্য যেটা ভালো সেটাই করছেন।' এ বছর প্রীতি ম্যাচে ওয়েম্বলিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে গোলের পর জালের দেখা পান স্পেনের বিপক্ষেও। আর এ মাসে মেক্সিকোর বিপক্ষে এনে দেন জয়সূচক গোল।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**